মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী

তুমি সেই রাজা তুমি সেই রানী

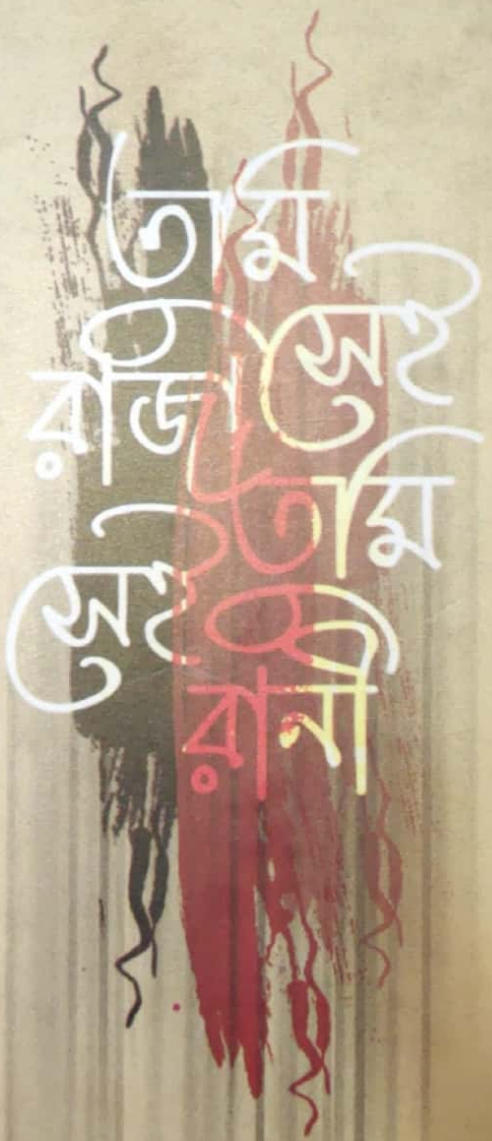

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী
অনূদিত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী

কোনো দূর মুলুকে নয়, আমাদেরই প্রতিবেশী দেশ ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন, মার্চ ১৮৯২ সালে, উত্তর প্রদেশের দরিয়াবাদ শহরে।

তাঁর কলম ছিলো বড়ো শক্তিশালী। যা লিখতে চাইতেন তাই লিখতে পারতেন– বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য ভঙ্গি ও ধারায়। তথ্য ও তত্ত্বের অপূর্ব সমন্বয় ঘটতো তাঁর লেখায়। যে বিষয়েই তিনি কলম ধরতেন, তা-ই তাঁর কলমের ছোঁয়ায় হয়ে উঠতো বাঙ্ময় .. প্রাণময়। তাঁর লেখার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, শব্দ কম, ভাব ও অর্থ বেশি। অনেক লম্বা কথা তিনি বলে দিতেন গোনা-গোনা অক্ষরে। তাঁর সুসংহত শব্দচিত্রে সমুদ্রময় হয়ে উঠতো ভাব ও তাৎপর্য। পড়তে বসলে মনে হবে পাঠকের– একেকটি বাক্য যেন একেকটি কিতাব।

প্রায় এক যুগ তিনি হযরত থানভী রহ.-এর সুহবতে কাটিয়েছেন। থানাভবন ছিলো তাঁর আত্মার ঠিকানা। মাঝে মাঝেই ওখানে ওখানে ছুটে যেতেন সপরিবারে। হযরত থানভী রহ.কে নিয়ে লিখেছেন তিনি অমর কিতাব– *হাকীমুল উম্মাত : নুকুশ ওয়া তা'আস-সুরাত*।

তাঁর প্রকাশিত প্রথম কিতাব– *সফরে হিজায*।

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. তাঁর সম্পর্কে বলেছেন– 'ও আপনে তরয কে বানী আওর খাতেম হ্যা'– তিনি যে ধারায় লিখতেন সে ছিলো শুধু তাঁরই ধারা। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে গেছে সেই ধারা। কেউ আর পারবে না তাঁর মতো অমন সুন্দর করে লিখতে।

কুরআন ছিলো তাঁর ধ্যান-জ্ঞান-সাধনা। তাই তাঁর তাফসীরপ্রেমী কলম থেকে ইংরেজি ও উর্দূতে বেরিয়ে এসেছে অমর এক কিতাব– *তাফসীরে মাজেদী*!

১৯৭৪ সালে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিছানা ছেড়ে আর উঠতে পারেন নি। ১৯৭৭ সালের ৭ জানুয়ারি ইনতিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

তাঁর নামাযে জানাযা পড়িয়েছেন ওসিয়ত মোতাবেক শায়খ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মাকতাবাতুল আযহার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তুমি সেই রাজা
তুমি সেই রানী

মূল

মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী

অনুবাদ

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

মাকতাবাতুল আযহার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ২০১৫ ঈ.

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

মাকতাবাতুল আযহারের পক্ষে ১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা থেকে
প্রকাশক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত ও দোকান নং-১ আন্ডারগ্রাউন্ড,
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে পরিবেশিত এবং জননী প্রিন্টিং প্রেস
১৯ প্রতাপদাস লেন, সিংটোলা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত
ইমেইল : maktabatulazhar@yahoo.com

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা
☎ : 02 988 15 32
: 019 24 07 63 65

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ১
১, আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামী
টাওয়ার বাংলাবাজার, ঢাকা
017 15 02 31 18

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ২
৩৩, ৩৪, ৩৫ কিতাব মার্কেট
জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
: 019 24 07 63 65

প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
বর্ণবিন্যাস : মদীনা বর্ণশীলন, mdfaruque81@gmail.com

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

মূল্য :: ১০০ টাকা মাত্র

TUMI SHEI RAJA... TUMI SEI RANI
Writer : Maolana Abdul Majed Dariabadi
Translated by : Yahya Yusuf Nadwi
Published by : Maktabatul Azhar. Dhaka, Bangladesh
E-mail : Maktabatulazhar@yahoo.com
MRP : Taka. 80 US $ 10

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অ র্প ণ

আমাদের প্রিয় *দরিয়াবাদী*!
আপনার এ বই কাকে উৎসর্গ করবো?
আপনি এখানে এক ভাতিজী আর
নিজের তিন মেয়েকে ঘিরে আদর্শ
দম্পতির যে বর্ণিল ছবি এঁকেছেন,
তা ছবিময় হয়ে উঠুক আগামী দিনের
স-ব দম্পতির জীবনে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনুবাদকের কথা

প্রিয় পাঠক!

তুমি সেই রাজা .. তুমি সেই রানী আপনার হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা গর্ব অনুভব করছি। আনন্দ অনুভব করছি। আল্লাহর সকাশে অযুত-নিযুত বরং বে-শুমার শোকর আদায় করছি। হাজার ফুলের সৌরভ মিশিয়ে উচ্চারণ করছি— আল-হামদুলিল্লাহ!

এ বইয়ের ইতিকথাটা 'এক নিঃশ্বাসে' এভাবে বলে শেষ করে দেয়া যায়— কোনো দূর মুলুকে নয়, আমাদেরই প্রতিবেশী দেশ ভারতে এক মনীষী জন্মেছিলেন। আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী। অনেক বড় আলেম তিনি। অনেক উচ্চ পর্যায়ের লেখক-সাহিত্যিক তিনি। সর্ব মহলে গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত তাফসির গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। হযরত থানভী রহ.-এর সান্নিধ্য-ধন্য ব্যক্তি তিনি। তিনি তাঁর তিন মেয়ে এবং এক ভাতিজীর বিবাহ অনুষ্ঠানে নব-দম্পতি বর-বধূ এবং উপস্থিত মজলিসকে লক্ষ্য করে যে-বিরল, ব্যতিক্রমী ও সোনার হরফে লিখে রাখার মতো ভাষণ দিয়েছিলেন, এ-বই তারই সংকলন।

প্রিয় পাঠক!

এ-বইয়ের কলেবর অনেক ছোট হলেও এর বিষয় অনেক বড়। কেননা এ-বইয়ে দাম্পত্য-জীবনের মূল সংবিধানটা কী— তাই বলে দেয়া হয়েছে— গল্পের ভাষায় .. উপন্যাসের মজায় .. উন্নত সাহিত্য শৈলী'র আবেগপ্লাবিত ধারায়। যে সংবিধান পড়লে এবং মানলে দাম্পত্য-জীবন আমূল বদলে যাবে। জীবন আবার নতুন হয়ে যাবে। সুখ-আনন্দ আবার নতুন করে বাসা বাঁধবে। প্রাপ্তি ও ফলাফলও আবার নতুন হয়ে যাবে। অর্থাৎ দাম্পত্য-জীবনের বিষ-ছড়ানো কাঁটা বদলে যাবে ফুলে .. দাম্পত্য-জীবনের উষর প্রাণহীন মরু বদলে যাবে উচ্ছল ঝরনাধারায়। .. দাম্পত্য-জীবনকে আচ্ছন্ন ও মেঘলা করে রাখে যদি ছোট ছোট দুঃখকণা, সেগুলিও বদলে যাবে সুখ-আনন্দের মহাকাব্যগাথায়। ভোর না-হতে-চাওয়া দুঃসহ কালো রাতগুলিও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হয়ে যাবে 'সে-ই ফেলে-আসা' কিংবা 'হারিয়ে-যাওয়া' স্বপ্নীল বাসর রাতের মতো আনন্দঘন .. মধুময়!

প্রিয় পাঠক!

এতোক্ষণ যা বললাম সে ছিলো পুরোনো দম্পতির মেঘলা আকাশের কথা। এবার বলি নব-দম্পতির কথা। বাবা-মা'র 'কোল' ও স্নেহ-পরশ ছেড়ে যাওয়ার সময় কেমন হয় তাদের মনের অবস্থা? নিঃসন্দেহে বিচ্ছেদের একটা করুণ সুর বেজে ওঠে তাদের 'হৃদয়-বীণায়'! তাদের অশ্রু-ছলোছলো চোখের দিকে তাকালে মনে হয় যেনো বয়ে চলেছে শ্রাবণ মেঘের ধারা!

হ্যাঁ .. এই নতুন পথযাত্রী নব-বধূ'র সুক্ষ্ম, নাজুক ও লাজুক অনুভূতিকে লক্ষ্য করেও আমাদের এই সংবিধানে অনেক কিছুই বলে দেয়া হয়েছে! আমাদের বিশ্বাস; এ-বই হবে নব-দম্পতিরও শ্রেষ্ঠ উপহার। কুরআন-হাদীসের আলোকে সুখনীড় গড়ে তোলার সেরা পাথেয়—সেরা সংবিধান।

প্রিয় পাঠক!

গল্প নাকি তখনই গল্পময় হয়ে ওঠে যখন শেষ হওয়ার আগেই তা শেষ হয়ে যায়! বিশ্বাস করুন; আমারও মনে হচ্ছে; আমার কথা শেষ হয় নি—আরো অনেক বাকি, কিন্তু আমি এখানেই শেষ করে দিলাম, যদিও আমার লেখা সেই গল্পের মতো হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ! তবে বিদায়ের আগে বলে রাখি—এ-বই যখন আপনি পড়তে শুরু করবেন, তখন আপনি বর হয়ে থাকলে বলবেন— আমি আমার খোরাক পেয়ে গেছি! আমিও হতে চাই তাঁদের মতো আদর্শ স্বামী! সেই রাজা!

আর যদি আপনি বধূ হন, তাহলে বলবেন—

আমিও হতে চাই সেই হাজেরা-আয়েশা-খাদিজা-ফাতেমা! সেই রানী!

আর যদি আপনি হন দায়িত্ব সচেতন অভিভাবক, তাহলে ভাববেন— আমি পেয়ে গেছি আমার বাগান সাজাবার সবুজ চারা! আমি জেনে গেছি কে হবে আমার মেয়ের বর আর কে হবে আমার পুত্রবধূ!

ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা ০৭

এক ১১

দুই ৩০

সৃষ্টিতত্ত্বের স্বাভাবিক দাবি ৩৯

তিন ৪৯

চার ৫৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তুমি সেই রাজা
তুমি সেই রানী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এক

মে মাস। আমাদের দেশের নিরীহ মে মাস নয়, মরু আরবের গরম মে মাস। তপ্ত বালু আর উত্তপ্ত পাথরের নগরী—মক্কার মে মাস।

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। তারিখটা ছিলো আজ থেকে ষোল দিন আগে। ঘটনার পাত্রী শ্রেষ্ঠ উম্মত হযরত আবু বকর রা. এর প্রিয় কন্যা আয়েশা। বয়স মাত্র ছ'বছর। সখীদের সাথে খেলে-খেলে এবং মায়ের কাছে শিখে-শিখে কাটে তাঁর সময়। সবাই তাঁকে ভালোবাসে, সবাই তাঁকে আদর করে। কারণ তার সব কিছুই সবার মায়া কাড়ে। 'বিবাহ' তাঁর মনে কৌতূহল আনে। কিন্তু বিবাহের উদ্দেশ্য তাঁর অজানা। কতো আর জানবে ছ' বছরের ছোট্ট মেয়ে আয়েশা!

মরু আরবের পরিবেশ 'বাড়ন্ত' হলেও ছোট্ট সে ছোট্টই!

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে কী ঘটে গেলো!

সায়্যিদুল মুরসালীনের জীবনের সাথে একীভূত হয়ে গেলো ছোট্ট আয়েশার জীবন!

ছোট্ট মেয়ে আয়েশার কী সুন্দর বিবাহ!

কী বরকতময় জীবনের পথে মহাযাত্রা!

অমন সৌভাগ্যের বিবাহ কার জীবনে কয়বার আসে?

সারা জীবন স্বপ্ন দেখেও তো অমন সৌভাগ্য কেউ লাভ করতে পারে না!

ধন্য তুমি হে আবু বকর-নন্দিনী!

* * *

বেশ কিছুদিন পরের কথা। এখন মক্কা নয়— প্রিয় মদীনার প্রিয় সখীদের সাথে দোলনায় দোল খেয়ে-খেয়ে তাঁর মজার সময় কাটে। বিবাহের পর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এখনো তাঁর স্বামী-গৃহে যাওয়া হয় নি। দেখতে-দেখতে কেটে গেলো তিনটি বছর। একদিন খেলার সময় মা এসে হাজির। সখীদের মাঝখান থেকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন ঘরে।

তারপর গোসল করালেন।

তারপর জামা পরালেন।

তারপর?

তারপর তাঁর যাত্রা হলো অন্য এক গৃহে।

শ্রেষ্ঠ মানুষের গৃহে।

শ্রেষ্ঠ নবীর গৃহে।

শ্রেষ্ঠ স্বামীর গৃহে।

এখন তিনি উম্মুল মুমিনীন—উম্মতের মা!

কী তাঁর বয়স আর কেমন তাঁর দায়িত্ব!

আল্লাহু আকবার!

একদিকে এই গুরু-দায়িত্ব!

অন্যদিকে এমন কুসুম-কোমল হৃদয়!

নাযুক দেহের এক ছোট্ট মানবী!

তাঁর পাশে আল্লাহ্‌র নবী!

এক পারস্য কবি বুঝি এটাই বলতে চেয়েছিলেন এভাবে—

'একবার আঁখি নিমীলন করুন তাঁর দিকে,
পুনঃ অবলোকন করুন নিজেকে।'

তাঁর কোমল মনে কতো নিষ্পাপ আনন্দ-আহলাদ উঁকি দিচ্ছে! আশা-আকাঙ্ক্ষার কতো ঢেউ জাগছে! দোলনায় দোল খাওয়ার কতো বাসনা সাঁতার কাটছে! অথচ মুখে একটি মাত্র শব্দ উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাসূলের মহান জীবনের সাথে মিশে গিয়ে এই ছোট্ট থেকেও তিনি কতো বড় হয়ে গেলেন!

সখীদের সাথে হেসে-খেলে কাটিয়ে-দেয়া দিনগুলো এখন শুধুই স্মৃতি। এখন সব কিছু নতুন। নতুন মানুষ। নতুন পরিবেশ। নতুন পৃথিবী।

নতুন দায়িত্বের আহ্বান।

নতুন কর্তব্যের হাতছানি।

নতুন জীবনের পদধ্বনি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাই ন'বছর বয়সে তাঁকে আসতে হলো পিতৃগৃহ ছেড়ে। মায়ের স্নেহ-কোল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। অশ্রুসজল চোখে প্রিয় সখীদের বিদায় জানিয়ে।

নিষ্পাপ শৈশবের আহ্বানকে আজ চিরবিদায়!

পিতৃগৃহের হাসি-আনন্দ এখন শুধুই স্মৃতি!

এক কবির উচ্ছ্বাস—

'হায়! হারিয়ে গেলো জীবন বসন্ত,
সদ্য প্রস্ফূটিত একটি তাজা ফুলের তরে—
বাগানটাই উজাড় হয়ে গেলো।'

তবু বিবাহের এই পিঁড়িতে বসতেই হবে সবাইকে। কারো নিস্কৃতি নেই এ থেকে। আদম-হাওয়ার সন্তানদের জন্যে এ এক অপরিহার্য পন্থা। এ পথে তাদের চলতেই হবে। এটা আল্লাহ্‌র হুকুম। এ থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। এটা আল্লাহ্‌র নবীর সুন্নত। এ থেকে দূরে সরে থাকার কোনো সুযোগ নেই।

***

এদিকে যারা বিবাহপূর্ব জীবনের অবাধ স্বাধীনতার লাগাম টেনে ধরে, তারাই-বা কে? তারা তো কোনো জাত-শত্রু নয়! জাগ্রত কোনো দুশমনও নয়! অপরিচিত কেউও নয়! তারা একান্ত আপনজন। আত্মীয়ের চেয়েও বড় আত্মীয়। শ্রেষ্ঠ কল্যাণকামী। আদর-সোহাগে প্রতিপালনকারী। ছেলে মেয়ের আনন্দে এরাই তো বেশি খুশি হয়! হয় আবেগে আপ্লুত!

তাই হে মেয়ে আমার!

এ কথা মোটেই ভাববে না যে, আজ বাপ-চাচারা তোমার হাতে শিকল পরাচ্ছেন এবং তোমার বিবাহপূর্ব জীবনের উচ্ছল স্বাধীনতাকে ঠেলে দিচ্ছেন এক দুঃসহ বন্দি জীবনের দিকে। মোটেই ভাবনে না যে, আজ তুমি নিজের ঘর উজাড় করে অন্যের ঘর আবাদ করতে যাচ্ছো। আসলে যে-ঘুমে তুমি এতোদিন বিভোর ছিলে নিশ্চিন্ত মনে, সে-ঘুম আজ ভেঙে যাচ্ছে। হ্যাঁ .. আজ তোমার জাগ্রত হওয়ার দিন। সম্পূর্ণ এক নতুন জীবনের জন্যে চোখ-কান খুলে তাকাবার দিন। আজ তুমি ঘর-ছাড়া হচ্ছো ঠিকই, তবে কোন্ ঘর থেকে? সেই ঘর থেকে, পৃথিবীতে চোখ মেলেই যে-ঘরকে তুমি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নিজের ঘর ভেবে বসে ছিলে। অথচ স্বামীর ঘরই তোমার আসল ঘর। জানি, আজ তোমার অনেক কষ্ট হবে। কেননা আজ তোমাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে সেই পরিবেশ প্রতিবেশ, যেখানে তুমি জন্মেছিলে, প্রতিপালিত হয়েছিলে। আজ বিদায় জানাতে হচ্ছে চিরচেনা সেই মায়াঘেরা একান্ত স্থানকে, যেখানে কাটিয়েছো তোমার জীবনের অনেকগুলো মঞ্জিল— হাসতে হাসতে, খেলতে খেলতে।

আজ তোমাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে খেলার সেই ঘরও, যা হাজার বার সাজিয়েছো খানিক পর আবার ভেঙেছো। এই বাড়ি, এই বারান্দা, এই অলিন্দ, এই আঙ্গিনা— কান পাতলেই মনে হয়; সব কিছু থেকে ভেসে আসছে তোমার ছুটে বেড়ানোর হর্ষ-ধ্বনি! তোমার অনাবিল হাসির মিষ্টি মধুর আওয়াজ! মা-বাবা ও ভাই বোনের সাথে জড়িয়ে আছে তোমার কতো-না মধুর মধুর স্মৃতি! প্রিয় প্রিয় স্মৃতি!

হ্যাঁ, তারাও আজ আঁচলে চোখ মুছে তোমায় বিদায় জানাবে!

জানাতে যে হবেই!!

তোমার সাথে দোলনায় চড়ে দোল-খাওয়া সখীরা পারবে কি তোমার বিচ্ছেদ-জ্বালা সইতে? চোখের অশ্রু-প্লাবন আটকাতে?

যাদের সাথে আলাপে-আলাপে কেটে গেছে তোমার হাজারো স্নিগ্ধ সকাল, কতো মায়াবী সন্ধ্যা, পারবে কি তারা তোমাকে ভুলতে?

হে আল্লাহ্‌র বান্দী!

হে আল্লাহ্‌র আমানত!

আজ তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছো। নিজে কাঁদছো, আমাদেরকেও কাঁদাচ্ছো।

হ্যাঁ, যাওয়ার আগে বলে রাখি, ভুলে যেয়ো না যেনো একটু আগে শোনা, আম্মাজান হযরত আয়েশা রা.-এর কাহিনী, তার মর্মবাণী। বিবাহ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো রাস্তা যদি খোলা থাকতো, তাহলে এই উম্মতের নারী জাতির ভিতর এর সবচে' বেশি হকদার আয়েশা-ফাতেমা রা. ছাড়া আর কে ছিলেন? .. আয়েশা-ফাতেমাকেও যখন এ-পথে চলতে হয়েছে, দুনিয়ার অন্যান্য নারী জাতির পথও তবে এটাই। সুতরাং এ পথ মাড়াতেই হবে। এ পথে চলতেই হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মা আমার!

তাঁদের অনুসরণ-অনুকরণের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া এবং তাঁদের দেখিয়ে যাওয়া পথে চলতে পারাই— তোমার মুক্তি ও নাজাতের একমাত্র পুঁজি। তাই, আজ দুঃখ-বেদনা বা বিরহ-অশ্রু নয়— আনন্দাশ্রু প্রবাহের দিন! একটু ভেবে দেখো তো! আজ কার অনুসরণ করে তুমি ধন্য হচ্ছো? কার সাথে মিল খুঁজে পাচ্ছো? বিবাহের পর হযরত আয়েশা রা. পৌঁছে গেছেন সম্মান ও মর্যাদার শ্রেষ্ঠ আসনে। হয়ে গেছেন উম্মতের মা। নারী জাতির আদর্শ। তাদের মাথার মুকুট। তাদের গর্ব ও অহংকার।

আহা! কতো ভাগ্যবতী সেইসব নারী, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. এবং খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা রা.-এর সামান্য ছায়াও পড়েছে যাঁদের জীবনে। তাছাড়া আম্মাজান হযরত আয়েশা রা.-এর বিবাহ হয়েছিলো মে মাসে। আজ তোমার বিয়েও হচ্ছে এই মে মাসে! তাঁর সাথে তোমার এই-যে এতোটুকু মিল, এও কি কম সৌভাগ্যের?

হে সৌভাগ্যবতী মেয়ে!

বিবাহ কোনো শাস্তি নয়। মানব রচিত কোনো নিপীড়নমূলক আইনও নয়। এ এক ইবাদত। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের একটি মাধ্যম। ঈমান পরিপূর্ণ করার একটি পথ। আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সেতু-বন্ধন।

আল্লাহ্‌র নবী বলেছেন—

'বিয়ে হলো নবীদের সুন্নত ও আদর্শ।'

এ কথা আমরা কে-না জানি যে, নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্‌র সবচে' প্রিয় বান্দা? তাই যে ব্যক্তি বিবাহের এই পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হলো, তাঁদের দেখানো পথেই সে কদম রাখলো।

আল্লাহ্‌র যাঁরা প্রিয়, তাঁদের পথে না-চলে কি প্রিয় হওয়া যায়?

আল্লাহ্‌র কাছে?

আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে?

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রিয় যারা, তাঁদের কাছে?

সেই মহানরা যখন পুরস্কৃত হবেন তখন আমরা কেনো সেই পুরস্কারের 'লোভে' ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকবো না? অধীর আগ্রহে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন—

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (لم نَرَ (يُرَ) لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ.

আল্লাহ্‌র নবী বলেছেন—

'পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা লালনকারী দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাহ সবচে' বেশি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।' -ইবনে মাজা

হাদীসে উল্লেখিত দ্বিবচন দ্বারা কেবল স্বামী-স্ত্রীই উদ্দেশ্য নয়— উদ্দেশ্য উভয়ের পরিবার।

কিন্তু কিভাবে রচিত হয় এ-দুই পক্ষের ভিতর পারস্পরিক হৃদ্যতা ও প্রেম-ভালোবাসার সেঁতুবন্ধন?

একটু খুলেই বলি।

মেয়ে মা-বাবার কোল ছেড়ে পাড়ি জমায় শ্বশুর বাড়িতে। দেখতে দেখতেই ওখানে তাকে কাঁধে তুলে নিতে হয় একের পর এক কতো দায়িত্ব। তখন ধীরে ধীরে এই শ্বশুর বাড়িই হয়ে ওঠে— তার আপন ঠিকানা। শ্বশুর-শাশুড়ীই হয়ে ওঠেন— তার মা-বাবা। বিদেশই হয়ে যায়— স্বদেশ। প্রবাসই হয়ে যায়— আবাস। যাদের সাথে নেই রক্তের সম্পর্ক, তাদেরকে মা-বাবা বানিয়ে নেয়া— সে কি কোনো সহজ কথা?!

শৈশব-কৈশোরের হাজারো স্মৃতি জড়ানো মা-বাবার বাড়ি ত্যাগ করে সারা জীবনের জন্যে শ্বশুর বাড়িকে নিজের বাড়ি বানিয়ে নেয়া কতো কঠিন! না জানি! শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের, আত্মশুদ্ধি ও উন্নত চরিত্র নির্মাণের কতো স্তর ও পর্যায় এই বিবাহ বন্ধনের সুবাদে নারী-পুরুষ পেরিয়ে যায়! এক দু'ব্যক্তি নয়— দু'টি পরিবারই ধীরে ধীরে কাছাকাছি হয়। ঘনিষ্ঠ হয়। তারপর একে অন্যের সাথে একেবারে মিশে যায়। যেনো এক গাছের দুই ডাল! এক শাখার দুই ফুল! আত্মীয়তার প্রগাঢ় বন্ধনে সবাই একীভূত হয়ে যায়। প্রত্যেকেই তখন শুনতে পায় অন্যজনের হৃদয়-স্পন্দন! ধমনী ধ্বনি!

আরো যে কতো সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিষয় বয়ে আনে এই বন্ধন, তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। সুতরাং বিবাহের মাধ্যমে অর্জিত এ সব প্রাপ্তির ভিতর দাঁড়িয়ে আমরা কি দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করতে পারি না— বিবাহ একটি ইবাদত? প্রিয়নবী'র একটি মহান সুন্নত?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

স্বীকার করি, শ্বশুরালয়ের জীবন-প্রবাহ কঠিন সমস্যাঘেরা। অনেক শাশুড়ীর শ্লেষমাখা ধারালো কথা পাষাণ দিলেও আঘাত করে। মরুচোখেও অশ্রু আনে। কোনো কোনো বদ-মেযাজ স্বামীর মায়াহীন আচরণ তো মুহূর্তেই সতেজ সুন্দর শিশিরস্নাত সৌরভমাখা ফুলকেও পিষে ফেলে! কিন্তু এক মুসলিম নারী তো জীবনের সূচনা পাঠে এ শিক্ষাই পেয়েছে যে, তিতা রসের একেকটি ফোঁটাকে সুমিষ্ট শরবতের ঢোক মনে করতে হবে। শৈশবেই তার কানে পৌঁছে গেছে এই মহান বাণী—

'সৃষ্টিলোকের ভিতরে কারো জন্যে সেজদা বৈধ হলে স্বামীর জন্যেই হতো।'

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ ، لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ.

আম্মাজান আয়েশা রা. বলেন—

'কাউকে কারো সামনে সেজদাবনত হওয়ার নির্দেশ দিলে আমি স্ত্রীকেই স্বামীর সামনে সেজদাবনত হতে বলতাম। স্বামী যদি স্ত্রীকে লাল পাহাড় থেকে কালো পাহাড়ে এবং কালো পাহাড় থেকে লাল পাহাড়ে পাথর স্থানান্তরের নির্দেশ দেয়, স্ত্রীর জন্যে অবশ্যই তা পালনীয়।' -ইবনে মাজা।

অন্য রিওয়ায়াতে হযরত আবু হোরায়রা রা. বর্ণনা করেন—

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.

'আল্লাহ্‌র রাসূল বলেছেন— আমি যদি মানুষকে মানুষের সামনে সেজদাবনত হতে বলতাম, তাহলে স্ত্রীকেই বলতাম স্বামীকে সেজদা করতে।' -তিরমিযী

না! স্ত্রীর এই কষ্ট ও আনুগত্য নিরর্থক হতে পারে না। ব্যর্থ হতে পারে না। যিনি স্বামীর মর্যাদার এই ঘোষণা শুনিয়েছেন, তিনিই স্ত্রীকে দিয়েছেন এই সু-সংবাদও— স্বামীভক্ত স্ত্রী আর জান্নাতের মাঝে কোনো বাধা নেই!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'আম্মাজান উম্মে সালামা রা. বলেন— আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে বলতে শুনেছি যে, কোনো মহিলার মৃত্যুকালে স্বামী যদি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তবে জান্নাতই হলো তাঁর ঠিকানা।' -ইবনে মাজা

***

হে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার মূর্ত প্রতীক!

হে আমাদের কাঁদিয়ে-যাওয়া বর-পথগামী কাফেলার মধ্যমণি!

আজ যে-সাদাসিধে ও অনাড়ম্বরপূর্ণ বিয়ে মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাতে যদি খোদ দারিদ্রেরই রহম এসে যায়, তবুও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

বিয়ের আসর এতো নীরব! এতো শূন্য!

বাড়ির আঙ্গিনায় নেই গাড়ির বহর!

নেই হাতি-ঘোড়ার ধুমধাম!

নেই খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ আয়োজন!

নেই মন্ত্রী পরিষদের কোনো সদস্য, জেলা প্রশাসক বা আশ-পাশের কোনো পদস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

একজন ডেপুটি কালেক্টরের মেয়ে ও নাতনী তো দূরের কথা, একজন চাপরাশি ও পাইক-পেয়াদার মেয়েকেও তো সম্ভবত এমন নীরব ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিযে স্বামীর হাতে তুলে দেয়া হয় না!

তাই হে ভাতিজী আমার!

স্বভাবতই তোমার মনে আজ প্রশ্ন জাগতে পারে। এমন কি অভিযোগ দায়েরের কথাও তুমি ভাবতে পারো। আর এ জন্যে মোটেই তোমাকে দোষ দেয়া যায় না।

কিন্তু হে আমার চোখের মণি!

একটু ধৈর্য ধরো। হয়ত বা চাকচিক্যহীন এই অনুষ্ঠানের উপরই আমাদের অলক্ষ্যে আল্লাহ্‌র রহমতের করুণাধারা বর্ষিত হচ্ছে। যেদিন পৃথিবীর সমস্ত আলো নিভে যাবে, যেদিন পৃথিবীর ধ্বংসস্তুপের নিচে ঢাকা পড়ে যাবে এই চাকচিক্যময় যান্ত্রিক সভ্যতা, সেদিন টের পাবে আল্লাহ্‌র জ্যোতির ফল্গুধারায় স্নাত আজকের এই সাদাসিধে অনুষ্ঠানের মর্যাদা!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বলতে পারো, সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েদের সূচনা-পাঠ কী দিয়ে শুরু হয়? স্বামীর অনুসরণ-অনুকরণের শিক্ষা দিয়ে! নিজের ইচ্ছা ও খুশিকে দু'পায় দলে স্বামীর ইচ্ছা ও খুশিকে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়ার শিক্ষা দিয়ে!

মা আমার!

তোমার সামনে এসে গেছে এখন সেই সময়! দুই প্রান্তের দু'টি হৃদয়ের দুস্তর ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে তাদেরকে একসূত্রে গেঁথে ফেলে যে-দু'টি শব্দ, তা উচ্চারণের সাথে সাথেই শুরু হয়ে যাবে তোমার পরীক্ষা। আজ থেকে তুমি ভুলে যাও— 'যা চাইবে তাই পেতে হবে'-এর অবাধ মুক্ত জীবনের কথা। ভুলে যাও পিত্রালয়ের অবাধ স্বাধীনতা ও সুখ-উল্লাসের কথা। এখন তোমার জীবন আর তোমার নয়, ওয়াকফ করে দিতে হবে আরেকজনকে। তার অনুসরণ-অনুকরণ, তার সেবা-যত্নই এখন তোমার কাজ। যদি তোমার সামনে আসে কোনো প্রতিকুল পরিবেশ, তাহলে ভেঙে পড়লে চলবে না। ধৈর্য ধরতে হবে। মনকে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান করতে হবে। সামনে এগিয়ে যেতে হবে বাধার বিন্ধ্যাচল পেরিয়ে। আজ থেকে তোমাকে বিষের মধ্যেই খুঁজতে হবে মজাদার খাবারের স্বাদ। যদি পাও এক টুকরো শুকনো রুটি, মনে করবে যেনো পেয়েছো জান্নাতি খাবার! পুরাতন কাপড় পরতে পাও যদি, তাহলে মনে করবে— স্বর্ণাভ মুণিমুক্তা খচিত পোশাক পরেছি আমি!

শাশুড়ির কলজে-ছেঁড়া কটু কথার বর্ষণকে মনে করবে মায়ের মধুঝরা স্নেহ-বকুনি বুঝি! যতোই আসুক দুঃখ-কষ্ট ও ক্লেশ-যাতনা, মনে করবে এ বুঝি তোমারই অদৃষ্টের মুচকি হাসি।

এক কথায়; এই চৌদ্দ শতকেও মুসলিম নারীরা যেনো তোমায় নিয়ে গর্বভরে বলতে পারে— 'এই দেখো এ-যুগের আয়েশা-ফাতেমা!'

***

মেয়েকে যা বলার ছিলো, তাতো বললাম। এখন ছেলেকেও কিছু বলি। আল্লাহ্‌র ও তাঁর বান্দাহগণকে সাক্ষি রেখে যে আজ কাঁধে তুলে নিতে যাচ্ছে জীবনের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

হিজরতের পরের কথা। আল্লাহ্‌র নবী মদীনায়। তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তাঁর হুজরায়। পাশেই শুয়ে আছেন হযরত আয়েশা রা.। আকাশে শা'বানের পূর্ণিমাস্নাত চাঁদ। আল্লাহ্‌র নবী আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উঠলেন। গা থেকে চাদর সরালেন। নিঃশব্দে দরোজা খুললেন। তারপর ধীর পায়ে জান্নাতুল বাকী'র দিকে বেরিয়ে গেলেন।

হযরত আয়েশা রা. এ রিওয়ায়াত বর্ণনাকালে আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতিটি পদক্ষেপ ও নড়াচড়ার ক্ষেত্রে —رُوَيْدًا— শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ হলো— ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে। আমাদের বলার উদ্দেশ্য হলো, তখন আল্লাহ্‌র নবী প্রতিটি কাজ ধীরে ধীরে করার ব্যাপারে এতো গুরুত্ব দিলেন কেন? পৃথিবীর মানুষ শুনবে কি এ-প্রশ্নের উত্তর? সেই মানুষরা? যারা স্বামীদের মনে করে বাদশা-নওয়াব আর স্ত্রীদের ভাবে দাসী-বাঁদী?

এই গুরুত্বের কারণ ছিলো শুধু একটি। পাশে শায়িতা হযরত আয়েশা রা.-এর ঘুম ও আরামে যাতে বিনা কারণে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়!

আল্লাহু আকবার!

খুঁজে পাওয়া যাবে কি নরম-মেযাজ স্বামীদের এমন কাউকে যারা জীবন সঙ্গিনীর আরাম ও বিশ্রামের প্রতি এই পরিমাণ লক্ষ্য রাখে! এই মাপকাঠিতে যিনি কাটিয়েছেন নিজের দাম্পত্য-জীবন, তিনি ছাড়া আর কে পারেন জগৎবাসীকে এই কালজয়ী ঘোষণা শোনাতে?

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি তো সেই, যে পরিবার পরিজনের দৃষ্টিতে সর্বোত্তম।' -তিরমিযী, ইবনে মাজা।

অথবা একই কথা অন্য হাদীসের ভিন্ন শব্দে—

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي

'তোমাদের মধ্যে উত্তম তো তারাই, যারা স্ত্রীদের কাছে উত্তম।'

-ইবনে মাজা।

ভালো ও উত্তম এবং মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের মানদণ্ড দেখলেন তো? অফিস-আদালতে, কিংবা কোর্ট-কাচারীতে অথবা বন্ধু-বান্ধব পরিবেষ্টিত মজলিসে কে কেমন, তা মোটেই মানদণ্ড হতে পারে না। স্ত্রীর সাথে একান্ত আপন পরিবেশে কে কতো সংযত ও সহনশীল এবং বিনম্র ও উদার, সেটাই মানদণ্ড। এরপরও যারা বলে, ইসলাম নারীকে মর্যাদা দেয় নি, সম্মান দেয় নি, তাদের অজ্ঞতার জন্যে আমাদের সত্যি করুণা হয়!

শ্বশুরালয় কোনো কারাগার নয়। বিয়ের পর কোনো মেয়ে বিবি থেকে বাঁদী হয়ে যায় না। আমি আজ বিয়ের খুতবা এবং বিয়ে সম্পর্কিত এইসব ব্যাখ্যা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ও বিশদ আলোচনার অবতারণা না-করে ছেলের হাতে মেয়েকে এই বলেও তুলে দিতে পারতাম— 'নাও মিয়া, স্ত্রী নয়— খেদমতের বাঁদী তুলে দিলাম তোমার হাতে!' তাহলে হয়ত মানসিকভাবে খুব অপ্রস্তুতবোধ হতো না। কিন্তু এতে কি ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটতো? না! ইসলামে স্ত্রী স্ত্রী-ই, দাসী কিংবা খাদেমা নয়, এটা কি বোঝা যেতো?

মহা প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র এই বাণী কী সুন্দর করে বিষয়টি তুলে ধরছে আমাদের কাছে—

> 'আল্লাহ্‌র নির্দেশ, স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহার করো তোমরা। সততার মধ্য দিয়ে।'

স্থান-কাল-পাত্র এর সাথে এই নির্দেশের কোনো সম্পর্ক নেই। এই নির্দেশ কার্যকর থাকবে তখনও, স্ত্রী যখন উদ্ভিন্ন যৌবনা। রমণীয় আকর্ষণে পরিপূর্ণ। তখনও, যখন সে অশীতিপর বৃদ্ধা। তখনও, যখন সে বাহ্যিক সৌন্দর্য-বঞ্চিতা। তখনও, যখন বাপের বিশাল উত্তরাধিকার এসে তার হাতে লুটিয়ে পড়ে। তখনও, যখন বরের কাছে আসে সে শূন্য হাতে। অর্থাৎ স্ত্রী সব সময় সমান সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।

ইরশাদ হয়েছে—

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

> 'তাদের অধিকার পুরুষের দায়িত্বে আর পুরুষের অধিকারও তাদের দায়িত্বে, ন্যায়সঙ্গতভাবে।' -বাকারা: ২২৮

আর এমনটি হবে না কেন? নারী পুরুষ— দু'জনকেই পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এ ঘোষণাটি কোনো মানুষের নয়, স্বয়ং সৃষ্টিলোকের স্রষ্টার—

خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً.

> 'আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকেই সৃষ্টি করেছেন স্ত্রীদেরকে .. ।'

নারী ও পুরুষ কোনো ভিন্ন জাতের সৃষ্টি নয় বরং মানুষ হিসাবে তারা মূলত একই স্বভাবের।

তাই পুরুষের যদি প্রয়োজন হয় অর্থকড়ি ও ধন-দৌলতের— তাহলে নারীরও তা প্রয়োজন। পুরুষ যদি চায় একটু আরাম, একটু বিশ্রাম—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাহলে নারীকেও সৃষ্টি করা হয়েছে ক্লান্তি দিয়ে, শ্রান্তি দিয়ে। পুরুষ যদি ক্রোধান্বিত হতে পারে, তাহলে নারীরাও অনুভূতিশূন্য কোনো জীব নয়! পুরুষ হবে সম্মান-মর্যাদা ও যশ-খ্যাতির কাঙাল আর নারীর ভাগ্যে জুটবে শুধু তিরস্কার ও লাঞ্ছনা? এ কেমন বিচার!

পুরুষ চাইবে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব, আর নারী থাকবে শুধু বাঁদী হয়ে? দাসী হয়ে? এ কেমন ইনসাফ! তাদেরকে কি পুরুষের সহযোগী হিসাবে সৃষ্টি করা হয় নি?

ইরশাদ হয়েছে—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং ঐ এক ব্যক্তি থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া বা সঙ্গিনী। আর বিস্তার ঘটিয়েছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারীর। আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞ্চা করো এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছেন।' -নিসা: ১

এই আয়াতকে সামনে রেখে আমরা বলতে পারি— নারী-পুরুষের মূল এক ও অভিন্ন। এক জোড়া মানব-মানবী থেকেই নারী-পুরুষের বংশ ক্রমধারায় চলে আসছে। আয়াতে পারস্পরিক হক ও অধিকারের ব্যাপারেও তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। আত্মীয়-জ্ঞাতিদের অধিকার সম্পর্কেও তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে।

এই সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে—

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا..

'আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শনসমূহের ভিতর একটি নিদর্শন হলো এই যে, তিনি তোমাদের মধ্যে থেকেই তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা পরস্পরের মাঝে শান্তি খুঁজে পাও..।'

-রোম : ২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'তোমাদের মধ্য থেকে'— এ থেকে প্রমাণিত হয় সেই বাতিল মতবাদের অসারতা, যাতে নারী জাতিকে প্রাণহীন বলা হয়েছে। নারী জাতি মোটেই কোনো আলাদা জীব নয়। নারী-পুরুষের উৎস— এক ও অভিন্ন। সুতরাং সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রেও তাদের মাঝে কোনো তারতম্য ও বৈষম্য থাকতে পারে না। তাদের সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য মহান আল্লাহ নিজেই বিবৃত করেছেন এভাবে—

لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً.

'যাতে তোমরা পরস্পরের মাঝে শান্তি খুঁজে পাও; আর তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসা ও দয়া-মায়া।'

-রোম : ২১

আয়াতের অর্থ স্পষ্ট ও পরিষ্কার। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কোনো প্রয়োজন নেই। জীবনকে সুখময় ও মধুময় করে তোলাই দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্য। স্বামী-গৃহকে সুখনীড়ে পরিণত করার জন্যই নারীর সৃষ্টি। যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের ভিতরে খুঁজে পায় প্রেম-ভালোবাসা ও আত্ম-প্রশান্তি, (আর কেবল ইসলাম নির্দেশিত পথে চললেই তা সম্ভব) তারাই আদর্শ-দম্পতি, সুখী পরিবার। যার ভিত্তি হলো নির্মল চরিত্র আর পবিত্র বিশ্বাস।

আর ভাগ্য যাদের মন্দ, যাদের চরিত্রের স্বচ্ছতা ও নির্মলতাকে ঢেকে ফেলে অস্বচ্ছলতা ও অপবিত্রতা, তাদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে—

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

'আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে হয়ত এমন জিনিসকে তোমরা অপছন্দ করছো যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।'

-নিসা: ১৯

অর্থাৎ যদি স্ত্রীদের মধ্যে কোনো দোষ পরিলক্ষিত হয়ও এবং এ-কারণে তোমরা তাদের অপছন্দও করো, সে ক্ষেত্রে এমনও তো হতে পারে যে, তোমাদের সেই অপছন্দের ভিতরেই আল্লাহ তোমাদের জন্যে রেখে দিয়েছেন অফুরন্ত মঙ্গল ও কল্যাণ! বলা বাহুল্য, আয়াতের এই অংশ স্বাভাবিকভাবেই স্বামীর হৃদয়াকাশে জমে থাকা কালো মেঘ দূর করে দেবে। তখন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অনাসক্তি রূপ নিবে আসক্তিতে আর বিরাগ রূপ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নেবে অনুরাগে! তবে এক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখতে হবে। এ ন্যায়ানুগ মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সর্বোপরি অভিভাবকত্ব বা নেতৃত্ব পুরুষের।

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ.

'পুরুষেরা নারীদের অভিভাবকস্বরূপ।' -নিসা: ৩৪

পুরুষের নেতৃত্ব ও অভিভাবকত্ব একটি বাস্তব সত্য।

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.

'পুরুষ নারীদের উপর মর্যাদাবান।' -বাকারা: ২২৮

কিন্তু এই অভিভাবকত্ব ও মর্যাদার সীমারেখা কী? কীভাবে কোন্ নিরিখে পুরুষ নারীর উপর অভিভাবকত্ব করবে? কিভাবে তার উপর নিজের অধিকার প্রয়োগ করবে? তখন স্ত্রী কি আদৌ ক্ষতিগ্রস্ত হবে?

জওয়াব শুনুন নবুওতের ভাষায়—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خيرا ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خيرا.

হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন— 'স্ত্রীদের সাথে নম্র ব্যবহার করার জন্য তোমাদেরকে অসীয়ত করা হচ্ছে। কেননা তাদেরকে পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। একেবারে সোজা করতে গেলে যাবে ভেঙে। আর যদি এমনিতেই ছেড়ে দাও, তাহালে বাঁকা সে বাঁকাই থেকে যাবে। তোমাদেরকে স্ত্রীদের সাথে নম্র ব্যবহারের অসীয়ত করা হচ্ছে।' -বুখারী

একটু ভেবে দেখুন তো, হাদীসের প্রতিটি ছত্রে-ছত্রে স্ত্রীর প্রতি সদয়-নম্র আচরণের কী সীমাহীন গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে! হাদীস শুরুও হয়েছে এই হুকুম সমভিব্যাহারে আর শেষও হয়েছে একইভাবে। মাঝে শুধু বলে দেয়া হয়েছে এই হুকুমের হিকমত ও রহস্য। বাঁকা পাঁজর যদি কেউ সোজা করতে যায়, পারবে কি সোজা করতে? নিশ্চিত ভেঙে যাবে। কিন্তু তাই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বলে কি বক্রতার প্রতি মোটেই দৃকপাত করা হবে না? অবশ্যই করতে হবে। নইলে বাঁকা সে বাঁকাই থেকে যাবে। তবে তা করতে হবে নম্রতা ও হৃদ্যতা দিয়ে, ভালোবাসা ও অনুরাগ দিয়ে।

আজকাল কোথাও কোথাও স্ত্রীদেরকে দাবিয়ে রেখে এবং তাদেরকে প্রকৃত হক ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করে গর্ব করা হয়।

কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে স্ত্রীর মর্যাদা কী?

স্ত্রীরা কোনো গৃহ-পরিচারিকা বা দাসী-বাঁদী নয়।

আল্লাহ প্রদত্ত এক সুন্দরতম নেয়ামত।

'হযরত আবু উমামা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন— 'মুমিনের জন্যে তাকওয়া ও পরহেযগারির পর সর্বোত্তম নেয়ামত হলো— সতী-সাধ্বী স্ত্রী।' -ইবনে মাজা।

সত্যি মুবারকবাদের যোগ্য তাঁরা, যারা নেয়ামত লাভ করে নেয়ামতের যথাযথ কদর করে, সম্মান দেয়। এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার নেয়ামতসমূহের মধ্যে সবচে' বড় নেয়ামত কী?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র নবী ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

'এই দুনিয়া উপকরণ স্বরূপ আর এর ভিতর সর্বোত্তম সহযোগী হলো সতী-সাধ্বী স্ত্রী।' -নাসাঈ

আল্লাহ্‌র রাসূলের উপর প্রথম ওহী নাযিলের পর কী এক কুদরতী অস্থিরতায় ছেয়ে গেলো তাঁর দেহ-মন! তখন কে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন?

কে বিদূরিত করেছিলেন তাঁর অস্থিরতা?

কে মুছে দিয়েছিলেন তাঁর কপালের ঘাম?

তাঁর নবুওতকে সত্য জেনে সর্বপ্রথম কে এনেছিলেন ঈমান?

তিনি মহিয়সী খাদিজা রা., যাঁকে নিয়ে গর্ব করে ইতিহাস।

চির প্রিয়তমের মধুর সান্নিধ্য-পরশে ছুটে যাওয়ার জন্যে রাসূলের মন যখন ব্যাকুল উন্মুখ, সেই বিরল মুহূর্তে, সেই মহা বিচ্ছেদলগ্নে তাঁর পবিত্র মাথা ছিলো কার উরুদেশে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কোনো পুরুষ সাহাবী নন, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. ছিলেন এই বিরল সম্মানের অধিকারী!

এই হলো ইসলামে স্ত্রী ও মাতৃজাতির মর্যাদা।

এই ঘটনায় রাসূলের অনুসারীরা খুঁজে পাবে কি কোনো শিক্ষা?

শ্বশুরালয়ে বিবি যা খায় ও পরে, তা অধিকার বলেই। ওখানে মোটেই সে ভিখারীনি নয়। এমন নয় যে, শাশুড়ী বা স্বামীর মনে সামান্য দয়ার উদ্রেক হলো আর তার ভাগ্যে সামান্য কিছু জুটে গেলো!

সবাই খাবে পোলাও-কোরমা আর তার ভাগে পড়বে শুধু শুকনো রুটি, বাসি পোলাও— এমন হতে পারে না!

রিওয়ায়াত বর্ণনাকারী হাকীম ইবনে মু'আবিয়া বলেন— এক ব্যক্তি দরবারে নববীতে এসে জিজ্ঞাসা করলো—

مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ قَالَ : أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى،

'স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কী কর্তব্য ও দায়িত্ব? আল্লাহ্‌র নবী বললেন : স্বামী যখন খাবে, স্ত্রীকেও খাওয়াবে, স্বামী যখন পরবে, স্ত্রীকেও পরাবে।'

- ইবনে মাজা

হাদীসের পরের অংশ হলো—

وَلاَ يَضْرِبِ الْوَجْهَ ، وَلاَ يُقَبِّحْ ، وَلاَ يَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ.

'তার চেহারায় আঘাত করবে না। তার দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে না, তার সাথে দুরত্ব সৃষ্টি করে অন্য কোথাও চলে যাবে না, তাকে গৃহেই রাখবে।'

অন্য আরেকটি দীর্ঘ হাদীসের শেষাংশে আরো বেশি তাগিদপূর্ণ ভাষায় বলা হয়েছে—

'সাবধান! সুন্দরভাবে তোমাদের স্ত্রীদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করবে। তাদের অধিকার ও হক আদায় করা তোমাদের জন্যে জরুরি'।

-তিরমিযী, ইবনে মাজা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

স্বামী-গৃহে স্ত্রী পরাধীন নয়— স্বাধীন। ইসলামের সীমারেখায় থেকে সব কিছু দেখাশুনা করবে স্ত্রী। ইমাম বুখারী রহ. বুখারী শরীফে একটি পৃথক শিরোনাম এনেছেন এই শব্দে—وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا—'স্বামী-গৃহে স্ত্রী হলো একজন দায়িত্ব সচেতন তত্ত্বাবধায়ক।'

এ সব কোনো কাব্যিক উচ্ছ্বাস নয়— বাস্তব সত্য।

শিল্প-সাহিত্যও নয়— রাসূল আনীত হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান।

হে আজকের মাহফিলের দুলহা!

ইজাব-কবুলের আগেই পারস্পরিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হও। তোমার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে সাবধান হও। তা যথাযথ পালন করে একজন আদর্শ স্বামী হওয়ার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করো।

***

৪০/৫০ বছর আগে এই খান্দানে আরেকটি বরযাত্রী এসেছিলো। তখন ভীষণ ধুমধাম হয়েছিলো। রকমারি খাবারের বিপুল আয়োজন হয়েছিলো। আলোক-সজ্জার চোখ ধাঁধানো ঝিলিমিলি, আতশবাজির গগণবিদারী ঠাসঠাস আওয়াজ, আনন্দ-উল্লাসের বাঁধ-ভাঙা জোয়ারের কথা আজো গ্রামবাসীরা ভুলতে পারে নি।

কে ছিলেন ঐ অনুষ্ঠানের নওশা—বর?

তিনি ছিলেন আজকের বরেরই সম্মানিত পিতা।

পিতার সেই জাঁকজমকঢাকা, আড়ম্বরপূর্ণ ও রাজসিক বিয়ে মাহফিলের তুলনায় ছেলের এই অনুষ্ঠান কতো ম্লান ও সাদাসিধে! এর পরনে তো আজ একটা নতুন জামা পর্যন্ত নেই! সত্যি মুবারকবাদের যোগ্য সেই সন্তান, যে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে কাফফারা আদায় করে পূর্বপুরুষদের। বৃদ্ধি করে তাদের সুনাম-সুখ্যাতি। সৌভাগ্যবানই বলতে হবে এমন বাবা-মাকে, যারা স্বচক্ষে দেখে যেতে পারেন এমন সোনার ছেলেদেরকে এবং তাদের গড়ে তোলার জন্যে সবই বিলিয়ে দিতে পারেন হাসিমুখে। তারাই পারেন নিজেদেরকে কষ্টে ফেলে উৎফুল্লচিত্তে সন্তানদের অনুমতি দিতে, সে পথে চলার—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যে পথ শান্তি ও নিরাপত্তার,
যে পথ আল্লাহ্‌র রিযা ও সন্তুষ্টির,
যে পথ শুধু স্বস্তি, শুধু প্রশান্তির,
যে পথ মিশে গেছে জান্নাতের পথের মাঝে,
যে পথ চলে গেছে সোজা 'মদীনা'র পথে,
যে পথ মিশে গেছে মানুষের শ্রেষ্ঠ কামনার শ্রেষ্ঠ মোহনায় গিয়ে।

হে বিশ্ব জগতের মালিক!

তুমি সাক্ষি। তোমার ফেরেশতারা সাক্ষি। যার হাতে সঁপে দিতে হবে আজ জীবনের প্রিয়তম সম্পদ, তাকে বাছাই করতে গিয়ে আমরা ঝুঁকে পড়ি নি দুনিয়ার দিকে। আমরা চাইনি বিত্ত-বৈভব, যশ-খ্যাতি। আমরা খুঁজি নি বি.এ., এম. এ. বা এল. এল. বি. পাস কোনো মানুষ। খুঁজি নি কোনো রাজ্যপাল কিংবা প্রাদেশিক কর্মকর্তা। কোনো 'বিলাত ফেরত' মানুষের কথাও ভাবি নি আমরা। আমরা শুধু নির্বাচন করেছি তাকে, যে ভালোবাসে তোমাকে, তোমার দীনকে!

হে মহান আল্লাহ!

আমাদের মতো অধম অক্ষম ও দৃষ্টিহীন মানুষের পক্ষে এরচে' বেশি আর কিই-বা করার ছিলো! এখন সামনের যে শূন্যতা ও রিক্ততা, তাকে পূর্ণতা ও বর্ণাঢ্যতায় ভরে দেয়া আমাদের নয়— হে মালিক, তোমারই কাজ! আমাদের হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পল্লবিত করার আবেদনও তোমার সমীপেই পেশ করছি। অতীত তো অতীতই। ভবিষ্যতে আমাদের এই নির্বাচনের লাজ রক্ষা করা— সেও তোমারই দয়া ও অনুগ্রহের দাবি।

হে মহান মালিক!

এদের দাম্পত্য জীবনকে করে দাও ঠিক তেমন, যেমন ছিলো তোমার বান্দা হযরত ইবরাহীম আ. ও তোমার বান্দী সারা-হাজেরা আ.-এর দাম্পত্য-জীবন। ঠিক তেমন, যেমন ছিলো হযরত আলী রা.ও হযরত ফাতেমা রা.-এর দাম্পত্য-জীবন। সর্বোপরি যেমন ছিলো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত খাদিজা-আয়েশা রা.-এর দাম্পত্য-জীবন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হে রাব্বুল আলামীন!

তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি করে দাও পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসা। তোমার দীনের প্রতি বাড়িয়ে দাও এদের হৃদয়ের আকর্ষণ। দুনিয়ার জীবনে এদের সামনে যতো বাঁধা যে ভাবেই আসুক, তুমি তাদের উতরে দিয়ো!

এদের দাম্পত্য জীবনের পথকে করে দিয়ো কুসুমাস্তীর্ণ! নমরূদের আগুনের রূপ ধরে যদি আসে কোনো বিপদ তাহলে তুমি তা হযরত ইবরাহীম আ.-এর ফুল বাগিচায় বদলে দিয়ো!

হে আল্লাহ!

এদেরকে দান করো পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা—চিরঅটুট। আজও এবং তখনও, যখন একজনের দাড়ি-গোঁফ সাদা হয়ে যাবে আর অন্যজনের কাজল কালো চুলের বেণী হয়ে যাবে সাদা-সাদা কাশফুল।

হে আল্লাহ!

দুনিয়ার বালা-মুসিবত ও বিপদ-আপদ থেকে এদেরকে পদে পদে সুরক্ষা দাও!

হে আল্লাহ!

আখেরাতে এদেরকে এবং আমাদেরকে লজ্জিত করো না! এই পৃথিবীতে এদের নিত্য সাথী হোক অফুরান সুখ-শান্তি আর পরকালে লাভ হোক সেই জান্নাত, আসমান-জমিন ব্যাপী যার ব্যাপ্তি।

হে বিশ্ব জাহানের অধিপতি!

আমাদের দু'আ তুমি কবুল করো!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দুই

ঈসায়ী ষষ্ঠ শতকের প্রায় শেষ দিকে। যখন ছিলো চারদিকে অজ্ঞতার অন্ধকার। মূর্তিপূজার জয়জয়কার। বিশ্ব মানবতা যখন অতিক্রম করছিলো মহাসংকটকাল। চিরআরাধ্য মহান স্রষ্টার আরাধনা ভুলে গিয়ে মানুষ যখন মেতে উঠেছিলো সৃষ্টিপূজায়। মূর্তিপূজায়। দুলে উঠলো তখনই আল্লাহ্‌র রহমতের পর্দা। হেরা-গুহায় সাধনামগ্ন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর নাযিল হলো ওহী।

এ কথা সত্য যে, আল্লাহ্‌র রাসূল ছিলেন বীর-সাহসী এবং তাঁর সহ্য ক্ষমতাও ছিলো অপরিসীম। তবু শেষ পর্যন্ত তিনিও ছিলেন মানুষ। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রথম ওহীর অবতরণে এবং বিশালাকৃতির ফেরেশতা জিবরীলকে প্রথম দেখে বেশ ঘাবড়ে গেলেন তিনি।

বলুন তো!

এই অবস্থায় কে দিয়েছিলেন তাঁকে সান্ত্বনা?

কে শুনিয়েছিলেন অভয়বাণী?

কে মুছে দিয়েছিলেন তাঁর ললাট-দেশের অস্থিরতার ঘাম—দুশ্চিন্তার ফোঁটা ফোঁটা চিহ্ন?

তিনি আর কেউ নন— তাঁরই প্রিয়তমা জীবন-সঙ্গিনী হযরত খাদিজা রা.!

দেখলেন তো, ইসলামে নারীর মর্যাদা কী? আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে কী ছিলো স্ত্রীর মর্যাদা ও অবস্থান? তথাকথিত নারী-স্বাধীনতার প্রবক্তাদের কাছে আছে কি এর কোনো নজির?

* * *

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ। ঘনিয়ে এসেছে তাঁর চিরবিদায়ের মুহূর্ত। অস্তাচলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে নবুওতের মহাসূর্য। কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতের জন্যে এরচে' কঠিন ও বেদনাদায়ক মুহূর্ত আর কী হতে পারে? জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীরা উপস্থিত। কিন্তু ইতিহাস কী বলে? জীবনের এই অন্তিম মুহূর্তে কার উরুদেশে ছিলো নবীজীর মাথা? হযরত আবু বকর, উমর, উসমান, আলী কিংবা অন্য কোনো সাহাবীর? না, তিনি তাঁরই সৌভাগ্যবতী জীবন-সঙ্গিনী—হযরত আয়েশা! এই হলো দুনিয়ার সবচে' বড় সংস্কারক, শিক্ষক ও পথপ্রদর্শকের জীবনাচারে স্ত্রীর মর্যাদা ও অবস্থান। এই হলো নিষ্ঠা ও ওয়াফাদারির উপর প্রতিষ্ঠিত বৈবাহিক চুক্তির একটি সোনালি ঝলক। এই বিবাহ পৃথিবীতে সম্পন্ন হয়েছে অসংখ্য বার। একটু পর বাড়বে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আরেকটি সংখ্যা। তার আগে আরো কিছু কথা।

***

আল্লাহ্‌র তৈরি জান্নাত। সর্বত্র বিরাজমান তাঁর কুদরত ও মহিমা। যে দিকে চোখ যায়, সে দিকেই অফুরন্ত নেয়ামতের বর্ণিল ছড়াছড়ি। কোথাও নেই কোনো শূন্যতা বা অভাববোধ। নেই অতৃপ্তি। আছে শুধু তৃপ্তি আর তৃপ্তি। শুধু পাওয়া আর পাওয়া। তাবৎ মনোহারিতায় কেবলই সাঁতার কাটা। এই জান্নাতেই আল্লাহ সৃষ্টি করলেন হযরত আদম আ. কে। আল্লাহ্‌র খলীফা, সৃষ্টিলোকের মাহফিলের দীপ্তি প্রবেশ করলেন জান্নাতে। সুখ-আনন্দের আছে কি কোনো অভাব? .. না, নেই। চারদিকে নেয়ামতে ইলাহীর ভারি বর্ষণ। সর্বত্র দেদীপ্যমান আল্লাহ্‌র নূরের তাজাল্লি।

তবু মানব জাতির পিতা মনের কোণে অনুভব করছেন কিসের যেনো এক শূন্যতা ও অভাববোধ! কিসের যেনো এক অস্বস্তি ও অতৃপ্তি! কিন্তু তা দূর করার জন্যে জান্নাতের নেয়ামত আরো বাড়িয়ে দেয়া হলো না। শুধু তাঁর পাশে সৃষ্টি হলো তাঁর মতোই কিছুটা ভিন্ন গঠন-প্রকৃতির আরেক মানবী।

> 'তিনি সৃষ্টি করলেন তার পাঁজরের হাড্ডি থেকে তাঁর সহধর্মিনীকে।'
>
> -আল-কুরআন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এবার শান্ত হলো তাঁর অশান্ত হৃদয়।
তৃপ্ত হলো তাঁর অতৃপ্ত মন।
পরিপূর্ণতা লাভ করলো তাঁর সুখানুভূতি।

একটু ভাবুন তো! কিসের অভাব ছিলো জান্নাতে?

তবু নেয়ামতের পরিপূর্ণতা তখনই সমাপ্ত হলো, যখন প্রথম মানবের পাশে এসে দাঁড়ালেন প্রথম মানবী। প্রথম স্বামীর জন্যে সৃষ্টি হলো প্রথম স্ত্রী। আদম সন্তান এই পৃথিবীতে আজ কী দিয়ে জান্নাত নির্মাণ করতে চায়? শুধু ধন-সম্পদ? শুধু খ্যাতি-প্রসিদ্ধি? শুধু ইবাদত-বন্দেগী? অসম্ভব! মানুষ যা কিছুই করুক এবং যে উদ্দেশ্যই করুক, সব কিছুরই শেষ আসলে কী? 'সুখ-শান্তি' ও 'তৃপ্তিবোধ' নয় কি? তাহলে কান পেতে শুনে রাখুন, নারীকেও এই সুখ-শান্তির জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে—

'তাঁর আরেকটি নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাকতে পারো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।'

আরো ইরশাদ হচ্ছে—

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ.

'তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।'

***

লালন-পালনের স্নেহ বন্ধনে শিশু বড় হয়। ধীরে ধীরে উপনীত হয় পরিণত বয়সে। ভরা যৌবনে। আগে তাকে হাত ধরে ধরে হাঁটা শেখানো হয়েছে। এখন সে নিজেই শুধু হাঁটতে পারে না .. দৌড়তে পারে না, অন্যকেও হাঁটাতে পারে .. দৌঁড়াতে পারে। এখন সে লেখা-পড়া শিখে আলেম, বিদ্বান ও শিক্ষিত হয়ে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নিজেই শুধু সচেতন না— অন্যের দায়-দায়িত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের বোঝাও নিজের কাঁধে তুলে নেয়ার উপযুক্ত। এখন শৈশব তার কাছে শুধু স্মৃতি। সেই নির্মল শৈশব ও স্বপ্নমাখা কৈশোর আর কখনো ফিরে আসবে না। মাঝে মধ্যে শুধু দোল দিয়ে যাবে তার মধুময় স্মৃতি!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এই কিছুদিন আগেও সবাই যাকে ডাকতো 'সোনামণি' বলে, আজ তার পিতার কাছে তার অধিকার তলব করা হচ্ছে। তাও আবার তার লাজ-বিনম্র কণ্ঠে নয়, তলব করা হচ্ছে সেই কণ্ঠে, যা উচ্চারিত হয়েছে ছোট-বড় সবাইকে সঠিক পথের দিশা দিতে। মানুষের হক ও অধিকার কড়ায়-গন্ডায় বুঝিয়ে দিতে।

ইরশাদ হচ্ছে তাঁর ভাষায়—

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي.

'বিবাহ হলো আমার সুন্নত।' -ইবনে মাজা

অর্থাৎ বিবাহ আমার দেখানো পথ ও আদর্শ। আমার আনীত দীন ও আইন। মোটেই অপ্রয়োজনীয় ও নিরর্থক কোনো বিধান নয়। দুনিয়া বারবার ভুল পথে পা রেখেছে। কেউ বন্দি হয়েছে শিরক ও আত্মপূজায়। কেউ বা বৈরাগ্যের কবলে। কেউ আটকা পড়েছে আল্লাহদ্রোহিতা, প্রবৃত্তিপূজা ও অবৈধ প্রেমের মোহনীয় ইন্দ্রজালে। আমি এসেছি এই অন্ধকার ও বিভ্রান্তি থেকে বের করে মানবতাকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে। তাকে প্রকৃত আইনের অধীন করতে। তাকে কল্যাণের সুতোয় বাঁধতে।

আমি ঘোষণা করছি, সকল পথ— মূর্খতা ও অজ্ঞতার পথ। উচ্ছৃঙ্খলতা ও পদস্খলনের পথ। সঠিক পথ সেটাই— ব্যক্তি ও দলের জন্যে, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্যে, পুরুষ-মহিলার ইজ্জত-আব্রু ও সুকুমারবৃত্তির জন্যে, যা দেখেয়েছি আমি নিজে সারা পৃথিবীকে।

সুতরাং আমার এই সুন্নত থেকে যে বিরত থাকবে, যে দুর্ভাগা আমার বাতানো এ-পথ ছেড়ে বিপথগামী হবে, সুদক্ষ চিকিৎসকের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে ফুটপাতের ওষুধ বিক্রেতার মিথ্যা গলাবাজিতে প্রতারিত হবে, তাকে বলছি— সে আমার কেউ না। আমি তার অন্যায় কাজ ও নিশ্চিত দুর্ভাগ্যের জন্যে মোটেই দায়ী নই। এ-পথভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তির জন্যে সে শুধু নিজেই দায়ী।

***

পিতার আমানত সংরক্ষণের মেয়াদ শেষ। আহা! আশৈশব যে মোমের পুত্তলিকে তিনি চোখের পুত্তলি বানিয়ে রেখেছেন, লেখা-পড়া শিখিয়েছেন, তার কচি হৃদয়ের প্রাণোচ্ছল চাহিদায় সাড়া দিয়ে-দিয়ে তার খেলার সাথী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হয়ে লাভ করেছেন নৈঃস্বর্গিক আনন্দ ও শান্তি, জুড়িয়েছেন তাকে দেখে-দেখে দু'চোখ, এক সময় সে যখন উপযুক্ত হলো, নিজের যোগ্যতা ও শিল্পের আলোয় আঁধার দূর করার বয়সে উপনীত হলো, তখন নির্দেশ এলো— 'ওকে এবার 'বিদায়' করে দাও! এই আমানত এখন তোমাকে অন্যের হাতে, প্রকৃত মালিকের হাতে সোপর্দ করতে হবে। এখন ওর আবাস হবে এক নতুন পৃথিবী। সেই নতুন পৃথিবীর নতুন আকাশের নিচে নতুন উপায়-উপকরণ নিয়ে শুরু হবে তার জীবনের নতুন সফর।'

***

ইতিহাস বলে, পাঁচ হাজার বছরেরও আগে এক বৃদ্ধ বাবাকে হুকুম দেয়া হয়েছিলো— 'তোমার প্রিয় ছেলেকে নিজ হাতে জবাই করতে হবে!'

মেয়েকে নয়— ছেলেকে। দুগ্ধপোষ্য কোনো অবুঝ শিশুকে নয়— তাজা গোলাপের মতো এক বালককে, যে হেসে খেলে বেড়ায়, পিতার হাত ধরে-ধরে।

আল্লাহু আকবার!

যেখানে এই আচরণ করা হচ্ছে নিজের একান্ত বন্ধু ও প্রেমিকদের সাথে, সেখানে নাম সর্বস্ব মুসলমানরা কোন্ কাতারে শামিল হবে? ইশক-মুহাব্বাত ও প্রেম-ভালোবাসার এই ভুবনে তো অগ্রগণ্য হতে পারে হোসাইন ইবনে আলী এবং তাঁর কারবালার সহযোদ্ধা বীরেরাই! যাঁদের লাশ গড়াগড়ি খায় শহীদী খুনে! যেখানে হযরত উসমান ও আলীর রক্তভেজা দেহ পড়ে থাকে নিথর হয়ে— আল্লাহ্‌র পরীক্ষার শাহাদতগাহে!!

এক কবির ভাষায়—

'মাহফিল তোমারই! মোম ও ফুলেরা
মিশে গেছে মাটিতে সুঘ্রাণ ছড়াতে ছড়াতে,
কারবালা ট্র্যাজেডির ভেসে আসা ঐ উঁচু-নীচু চীৎকার
তোমারই সাজ-সরঞ্জাম!'

***

মিল্লাতে ইবরাহীমীর প্রত্যেক অনুসারীর প্রতি স্পষ্ট নির্দেশ, যার মেয়ে আছে তাকে পরীক্ষার এ-পথ অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। কারো যদি দশ মেয়ে থাকে, তবে দশবারই তাকে এ-পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমাদের প্রিয় নবীজীর ছিলেন চার মেয়ে। তিনি সবাইকেই তুলে দিয়েছেন স্বামীর হাতে। যয়নব ও রুকাইয়ার বিয়ে হয়েছে। উম্মে কুলসুমকেও স্বামী-গৃহে যেতে হয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রিয়ের প্রিয় যিনি, সেই ফাতেমাকেও নবী-গৃহ ত্যাগ করে অন্য গৃহ সাজাতে হয়েছে।

***

ছাত্রদের হাতে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তুলে দেয়ার সাথে সাথেই তাদেরকে মুবারকবাদ দেয়া হয় না। বরং মুবারকবাদ দেয়া হয় সেই সময়, যখন কামিয়াবী ও সাফল্যের গেজেট (Gazette) প্রকাশিত হয়। মুসাফিরের সফর কামিয়াব ও সার্থক হয়েছে এ কথা তখনই বলা যায়, যখন সে নিরাপদে নির্বিঘ্নে গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

এই মাহফিলের বর এবং পর্দার আড়ালের নব-পরিণিতাকে বলছি— শোনো! বাস্তব জীবনের বড়ো কঠিন ও তিক্ত পরীক্ষায় প্রবেশ করার মুহূর্ত আজ! এক মহান কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ সফরের সূচনা হচ্ছে আজ। এখন গাফিলতি চলবে না। এখন দায়িত্ব বুঝে নেয়ার সময়। পূর্ণ সচেতন হওয়ার সময়। জীবন-যুদ্ধের এক নয়া ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার সময়। বালেগ হওয়ার পর বিবাহের সময় ধার্য করার রহস্য এবং বিবাহে রাজি-অরাজি হওয়ার অধিকারের প্রশ্নও লুকিয়ে আছে এখানেই।

আদর্শ স্ত্রী কিংবা আদর্শ মহিলা আসলে কে? সে?..... যে অন্য পুরুষের সাথে অবাধে মিশে? লজ্জাহীনভাবে মঞ্চে-মঞ্চে নাচে? শরয়ী পর্দার ধার ধারে না? পর-পুরুষের সাথে কথা বলতে লজ্জাবোধ করে না? মোটেই না।

হ্যাঁ, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, শিরকবাদীরা এটাকেই সভ্যতা-সংস্কৃতির মানদণ্ড মনে করে এবং ফিরিঙ্গীদের যাদু প্রভাবগ্রস্ত তথাকথিত আধুনিক সভ্য সমাজও এই বিশ্বাসের মাঝে দাঁড়িয়েই গর্ববোধ করে। কিন্তু পৃথিবীর সবচে' বড় শিক্ষক-আনীত স্বভাবজাত ধর্ম—ইসলাম নির্দেশিত পন্থার হিকমত ও রহস্য বুঝে— এইসব মুক্ত-বুদ্ধিওয়ালা প্রগতিবাদী বল্গাহারাদের সেই সাধ্য ও ক্ষমতা কোথায়?

* * *

ইসলামী শরীয়তে 'বিবাহ' হলো এক বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। এক সুদৃঢ় বন্ধন। এই বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর উপর আরোপিত হয় আরো অনেক বাধ্য-বাধকতা ও বিধি-নিষেধ, যা মেনে চলতেই হয়। তখন স্বামী-স্ত্রীর কারো জন্যেই অবকাশ নেই 'মেয়ে বন্ধু' কিংবা 'পুরুষ বন্ধু' খুঁজে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বেড়ানোর। একমাত্র বিয়ের এই পবিত্র বন্ধন ছাড়া সর্বপ্রকার অবৈধ সম্পর্ক ইসলাম চিরতরে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

হে মুসলিম নারী!

আজ এই বিয়ের মাধ্যমে তোমার এক নতুন জীবন শুরু হলো। তোমার ইতিপূর্বেকার মুক্ত জীবনের অবসান ঘটলো। এখন নতুন করে ভাববার সময়। নতুন দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার জন্যে সাহস সঞ্চারের সময়। হ্যাঁ, কিছুদিন আগেও তুমি সখীদের সঙ্গে, বোনদের সঙ্গে হেসে খেলে সবকিছু মাতিয়ে রাখতে। তাদের সঙ্গে দোলনায় চড়ে দোল খেতে। কিন্তু এখন থেকে তোমার এই জীবন আর তোমার নয়— অন্য একজনের জন্যে তা ওয়াক্‌ফ করে দিতে হবে।

এখনও তুমি খাবে, কিন্তু অন্যের জন্যে।
এখনও তুমি পরবে, কিন্তু অন্যের জন্যে।
এখনও তুমি ঘুমাবে, রাত জাগবে, সেও অন্যের জন্যে।
নিজে খাওয়ার আগে অন্য একজনকে খাওয়াতে হবে।
তোমার সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্য চর্চাও সেই অন্যকে ঘিরে।
তার মন খোঁজে, তার সন্তুষ্টির তালাশে!
রাতের পর রাত তোমায় জেগে থাকতে হবে।

তন্দ্রার ভারে মাথা নুয়ে নুয়ে আসবে। তবুও তোমাকে জাগতে হবে। এ সব কেনো? .. আগামী প্রজন্মকে বৃদ্ধি করার জন্যে, ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে। তাদেরকে ন্যায় ও সত্যের পথে পরিচালিত করার জন্যে। তাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার মহান লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে।

জানি, এ-মঞ্জিল পেরোনো বড় শক্ত। এ-দায়িত্ব বড় কঠিন। কিন্তু এ-কঠিন দায়িত্ব পালনে যে সক্ষম হবে, এ-দীর্ঘ মঞ্জিল পাড়ি দিতে যে সমর্থ হবে, তার জন্যে পৃথিবীর সবচে' বড় সত্যবাদী'র ভাষায় রয়েছে এই সুসংবাদ—

'জান্নাত এবং তার মাঝে কোনো কিছুই বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।'

এই সুসংবাদ হয় যদি কারো স্বপ্ন, তাহলে 'ইনশাআল্লাহ' মরুভূমির কাঁটা হেসে ওঠবে তার সামনে ফুল হয়ে। আর পাথর থেকেই প্রবাহিত হবে উচ্ছল ঝরনাধারা!

এখানে বসে আজ আমার মনে পড়ছে ফেলে-আসা জীবনের অনেক স্মৃতি। আজ আমি পিতা হিসাবে মেয়ের বিয়ে অনুষ্ঠানে কথা বলছি। বর বসে আছে আমার সামনে। একদিন এমন এক অনুষ্ঠানে আমিও ছিলাম বরের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বেশে। সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন বিয়ের মতো এমন মহান আমানত ও গুরুদায়িত্বের কোনো উপলব্ধিই আমার ভিতরে ছিলো না। আমার সামনে এমনভাবে ইজাব-কবুলের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়ে গেলো, যেনো শৈশবের চড়ুইভাতি খেলা!

হায়! কী অজ্ঞতা!

সেদিন সত্যি আমি অজ্ঞ ছিলাম। ছিলাম জুলুমকারী।

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করতে চাই, ধৈর্য ও সহনশীলতার অন্যতম নমুনা কান'আনের সেই বৃদ্ধ—হযরত ইয়াকুব আ.-এর কাহিনী। প্রিয়তম ছোট্ট ইউসুফকে কাছে-কাছে রাখার জন্যে, যাবতীয় বিপদের হাত থেকে তাকে হিফাযত করার জন্যে কী প্রাণান্ত চেষ্টাই না তিনি করেছিলেন! কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। অন্যদের কথা কী আর বলবো? নিজের সন্তানদের কাছেই হেরে গেলেন তিনি! তারপর এক সময় পরিস্থিতি এমন দুঃখজনক দিকে মোড় নিলো যে, শোকে-শোকে পাথর বনে গেলেন তিনি। প্রিয়তম ইউসুফের বিরহ-ব্যথা ভুলতে-না-ভুলতেই যোগ হলো আরেক হারানোর ব্যথা! চোখের পানিতে ভেসে গেলো তাঁর বুক! প্রিয়হারা শোকাশ্রু-বন্যায় ভাসতে ভাসতে হারালেন তিনি স্বীয় চোখের দৃষ্টিটুকুও! শোকের উপর শোক! বিরহের পর বিরহ! অথচ বাধ্য হয়ে বিনইয়ামীনকে ভাইদের সাথে পাঠানোর সময় তাকেও যাতে আবার না-হারাতে হয় সে জন্য তিনি পুত্রদেরকে এই হুকুম পর্যন্ত দিয়েছিলেন যে—

يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ.

'বৎসরা! তোমরা সবাই এক সঙ্গে এক দরোজা দিয়ে প্রবেশ করো না। বরং পৃথক পৃথক দরোজা দিয়ে প্রবেশ করবে। (যাতে তোমাদের উপর কারো চোখ না পড়ে যায়।)' -ইউসুফ: ৬৭

কিন্তু হিকমতপূর্ণ ও প্রজ্ঞাদীপ্ত এই নির্দেশ কোনোই কাজে এলো না। মহাপরাক্রমশালী ও সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হলো অসহায় এক বান্দার ইচ্ছা ও কৌশলের উপর। চিরকাল এটাই হয়ে থাকে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করে শুনুন তো, আল্লাহ-প্রেমিক এই মহাপুরুষের মুখ থেকে সেই সঙ্গীন মুহূর্তেও কী ধ্বনিত হয়েছিলো?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ .

'আল্লাহ্‌র কোনো বিধান থেকে তোমাদেরকে আমি রক্ষা করতে পারি না। নির্দেশ আল্লাহ্‌রই চলে। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত ভরসাকারীদের।' -ইউসুফ: ৬৭

ব্যথায় ব্যথায় জর্জরিত! শোকে শোকে পাথর! চোখে তাঁর বয়ে চলেছে একাধিক পুত্রশোকের অশ্রুবন্যা! তবুও তিনি বলছেন— কু-দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার যে-তদবির আমি বলেছিলাম, আমি জানি, কিছুতেই তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে এড়াতে পারবে না। আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে, আমি দুর্বলের নয়— বরং মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ই বাস্তবায়িত হবে। তিনিই সবকিছুর নিয়ন্তা। তবে মানুষের প্রতি বাহ্যিক তদবীর অবলম্বনের নির্দেশ আছে বলেই আমি এই উপদেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু আমি ভরসা করি কেবল তাঁরই উপর।

সত্যি বলেছেন হে মহান সহনশীল! কোনো বস্তুভিত্তিক জিনিসের উপর নয়— শুধু তাঁরই উপর ভরসা করা সব মানুষেরই অবশ্য কর্তব্য।

***

গোনাহগার বাপের হে নিষ্পাপ মেয়ে!

আল্লাহ্‌র হাতে আজ তোমায় সোপর্দ করছি, যিনি ইউসুফ আ. কে হিফাযত করেছেন ভীতিপ্রদ বনের অন্ধকার কূপে। ভিনদেশের হাজারো বিপদ-আপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন বিনইয়ামীনকে। ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন একজন মহান পয়গাম্বর পর্যন্ত অক্ষম অসহায় প্রমাণিত হয়েছিলেন।

মা আমার!

তিনিই তোমার হিফাযত কারী। তোমার জীবন পথের সকল সমস্যায়। সকল মঞ্জিলে। আজও, যখন এক নতুন জীবনের আগমনীবার্তা নিয়ে উদিত হচ্ছে নতুন প্রভাতের নতুন সূর্য। তখনও, যখন তুমি থাকবে বড়দের স্নেহশীতল ছায়ায়। তখনও, যখন বয়সের ভারে নুয়ে পড়বে তুমি। তখনও, যখন পরিবারে গণ্য হবে এক 'বুড়ি' বলে। যখন তোমার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনকে ঘিরে ফেলবে প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য। যখন তোমার সারা মাথা ছেয়ে যাবে কাশফুলের মতো সাদা সাদা চুলে!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সৃষ্টিতত্ত্বের স্বাভাবিক দাবি

নারী-পুরুষে সৃষ্টিগতভাবেই পার্থক্য রয়েছে। আর তা শুধু মানুষের মাঝেই নয়, সৃষ্টিজগতের সর্বত্র বিদ্যমান। এমন কি উদ্ভিদজগতও এ নিয়মের বাইরে নয়। সৃষ্টিগত এ-পার্থক্য সত্ত্বেও মর্যাদাগত কোনো তারতম্য নেই। ধর্ম বিরোধীরা এবং জাহেলি সভ্যতা-সংস্কৃতির ধ্বজাধারীরা এখানে এসেই প্রচণ্ড ভুলটা করে। এরা নারীদেরকে দাসী-বাঁদী ও দেহপসারিনী ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারে না। স্পষ্ট বাস্তবতাকে অস্বীকার করেও এরা কিভাবে নিজেদেরকে সংস্কৃতসেবী, জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী মনে করে— সেটাই এক আজব ব্যাপার!

কিন্তু মানব জাতির চিরকালীন স্বভাবজাত ধর্ম—ইসলাম নারী সম্পর্কে কী বলে? কী বলে পুরুষ সম্পর্কে? ইসলামের ব্যাখ্যা বড়ো সুন্দর ও যুক্তিগ্রাহ্য।

ইসলাম বলে— মানুষ হিসাবে নারী পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। সবাই এক ও অভিন্ন। মানুষ হিসাবে উভয়ের অধিকার সমান সমান। চুল পরিমাণও পার্থক্য নেই। ক্ষুধা-পিপাসা, গরম-ঠান্ডা, নম্রতা-কঠোরতা, সুখ-দুঃখ ও হাসি-আনন্দের অনুভূতি পুরুষের যেমন আছে, নারীরও আছে। পুরুষ যেমন ব্যথিত হয়, নারীও ব্যথিত হয়। কোথাও প্রতারিত হলে, অসম্মানিত হলে পুরুষের আত্মসম্ভ্রমবোধ যেমন জেগে ওঠে, তেমনি নারীও ভীষণ আহতবোধ করে। এ-সব দিক থেকে আদমের ছেলেরা আর হাওয়ার মেয়েরা সম্পূর্ণভাবেই এক ও অভিন্ন।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক হক আদায়ের আলোচনায় এই বিষয়টির দিকেই ইঙ্গিত করছে আল-কুরআন তার অলংকারসমৃদ্ধ ও তাৎপর্যপূর্ণ ভাষায়—

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

'তাদের অধিকার পুরুষের দায়িত্বে আর পুরুষের অধিকারও তাদের দায়িত্বে ন্যায়সঙ্গতভাবে।' -বাকারা: ২২৮

এ-কথা বলা হয় নি যে, উভয়ের যোগ্যতা এক। উভয়ের কর্মদক্ষতা ও শক্তি এক। উভয়ের শারীরিক গঠন ও প্রকৃতি এক। বরং বলা হয়েছে শুধু, একজনের দায়িত্বে রয়েছে আরেকজনের হক ও অধিকার— সমান সমান। কিন্তু যেখান থেকে নারী-পুরুষের বিভাজন-রেখা শুরু হয়েছে, সেখানে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন উপস্থিতি ও পৃথক ভূমিকা প্রমাণ করে যে, উভয়ের শক্তি ও ক্ষমতা এবং কর্মক্ষেত্র ও কর্মপরিধি এক নয়—এক হতে পারে না। উভয়ের যোগ্যতাও এক নয়। উভয়ের বৈশিষ্ট্যও এক নয়। হ্যাঁ, জীবন প্রবাহের কোথাও কোথাও নারী-পুরুষ অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু যেহেতু তাদের কর্মক্ষেত্র পৃথক ও ভিন্ন, তাই তাদের এ-ভিন্নতা পরিপূর্ণভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে সর্বক্ষেত্রে। অর্থাৎ চিন্তা-চেতনায়, আবেগ-অনুভূতিতে, শারীরিক গঠন-আকৃতিতে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে। নারীদের কর্মজগতের সীমানা ও পরিধি পুরুষদের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক ও আলাদা। নিঃসন্দেহে নারী-পুরুষ একজন আরেকজনের পরিপূরক ও সাহায্যকারী। কিন্তু তা অবশ্যই স্ব স্ব অবস্থানে থেকে। আরেকটু খোলাসা করে বলি—

খেলার মাঠে দলকে বিজয়ী করার জন্যে সব খেলোয়াড়ই অংশ নেয়। কিন্তু মাঠে সব খেলোয়াড়ই নিজ নিজ জায়গা ও অবস্থানে থেকে খেলে যায়। গোলরক্ষক যদি হঠাৎ এই বলে বায়না ধরে যে, 'আমি কেনো সবার পেছনে চুপচাপ দাড়িয়ে থাকবো? ... অথচ আমার সঙ্গীরা কী সুন্দর দৌড়ে-ঝেঁপে খেলছে!'

আর আক্রমণ রচনার দায়িত্বে নিয়োজিত 'ফরওয়ার্ড টিম' যদি বলে যে, 'আমরা কেনো একা একা দৌড়ে মরছি শুধু! অথচ 'ব্যাক'-এর দায়িত্বে নিয়োজিতরা কী আরামসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাহাদুরী ফলাচ্ছে!'

বলুন তো! এই যদি হয় অবস্থা, তাহলে উক্ত টিমের পরিণতি কী হতে পারে? পরাজয়ের ললাট-লিখন পারবে কি খণ্ডাতে?

ঠিক একই অবস্থা হলো আমাদের নারী প্রগতির সেই বন্ধুদের! তারা নারীদের পর্দাকে 'নীচতা' ও 'পশ্চাৎপদতা' বলে চীৎকার করছে। নারীদের পারিবারিক ঘরোয়া জীবনকে এমন ভয়ানকভাবে চিত্রিত করছে, যেনো নারীদের জন্যে তা এক কঠিন আযাব! এইসব বিকারগ্রস্ত তথাকথিত প্রগতিবাদীরাই সমাজ জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তাকে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলায় ভরে দিচ্ছে। নিজেদের ভিতরেই দুশমন তৈরী করছে। তাই একই সমাজে বসবাস করা সত্ত্বেও একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে লালন করে জিঘাংসা। কূটিলতা। বিদ্বেষ-ধুমায়িত আক্রোশ।

আচ্ছা বলুন তো! দলের ভিতরে উঁচু-নীচু ও ছোট-বড়-র অর্থ কি সম্পূর্ণই ইতিবাচক নয়? শৃঙ্খলার স্বার্থে এবং বিজয় ছিনিয়ে আনার লক্ষ্যে সবাইকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দায়িত্ব ভাগ করে না-দিলে সেই দল কি কোনোদিন বিজয়ের মুখ দেখতে পারবে?

খেলার মাঠে শৃঙ্খলা বিধান এবং অচলাবস্থা দূর করার জন্যে অবশ্যই সুষ্ঠু নেতৃত্ব প্রয়োজন। প্রয়োজন একজন ক্যাপ্টেন বা অধিনায়কের। কিন্তু তখন অন্য সদস্যদের কি উচিত হবে নিজেদেরকে অধিনায়কের আজ্ঞাবহ গোলাম ভাবা?

আমাদের ধর্ম—ইসলাম তো এ ব্যাপারে ভীষণ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এমন কি সফরের উদ্দেশ্য একসঙ্গে দু'জন বের হলেও একজনকে আমীর বানিয়ে সফর শুরু করার জন্যে কঠোর তাগিদ আরোপিত হয়েছে।

পারিবারিক বা দাম্পত্য-জীবনও নিজস্ব পরিমণ্ডলে ছোটখাট একটি সাম্রাজ্য। বাজেট কোত্থেকে আসবে? আয়-ব্যয়ে কিভাবে সমন্বয় সাধিত হবে? জীবিকা নির্বাহের বন্দোবস্ত কী হবে? থাকা-পরার প্রয়োজন ও চাহিদা কিভাবে মেটানো হবে? পরিবারের চিকিৎসা-ব্যবস্থা কী হবে? ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া ও শিক্ষা-দীক্ষার কী ব্যবস্থা হবে? ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়াদি নিয়ে দেশের কর্ণধার ও দায়িত্বশীলদের যেমন ভাবতে হয়, তেমনিভাবে পরিবার নামের এই ছোট্ট সাম্রাজ্যের কর্ণধার ও অধিপতিকেও ভাবতে হয়। পরিবারের এক অংশের একচ্ছত্র রাজা যদি হন স্বামী, তাহলে অপর অংশের রানী হলেন স্ত্রী। স্বামী উপার্জন করে আনেন, উপার্জিত সেই পয়সা যথার্থ খাতে ব্যয় করেন স্ত্রী। জমিনে ফসল ফলিয়ে ঘরে তুলে আনেন স্বামী। আর স্ত্রী সেই ফসল ঝাড়েন, পিষেন, খামির তৈরি করেন। তারপর রুটি বানিয়ে পরিবেশন করেন স্বামীর সামনে। অসুস্থ সন্তানকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে ছুটে যান স্বামী, আর সন্তানের মুখে ঔষধ তুলে দেন স্ত্রী। অর্থাৎ ঘরোয়া জীবনের এই ছোট্ট রাজত্বে স্বামী হলেন রাজা, স্ত্রী হলেন রানী। ইসলামই স্ত্রীকে দিয়েছে এ-মর্যাদা ও অধিকার। স্বামী-স্ত্রীর এই হৃদ্যতাপূর্ণ পারস্পরিক সহযোগিতাবোধই পারিবারিক পরিমণ্ডলকে করে তুলতে পারে স্বর্গীয় আভায় বাঙ্ময়, প্রাণময়—জান্নাতের জীবন্ত নমুনা! লক্ষ্য করুন, নবুওতের প্রাঞ্জল ও মধুর ভাষায় কী চমৎকার ফুটে উঠেছে এ-মর্যাদার কথা—

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

'এই পার্থিব জীবনের শ্রেষ্ঠতম সুখের ঠিকানা হলো সতী নারী।'

-মুসলিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

স্বামী নেতৃত্বের আসনে বরিত ও স্বীকৃত— একথা সত্য, স্বামী গৃহ-সাম্রাজ্যের অধিপতি— একথাও সত্য,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ.

'পুরুষেরা নারীদের অভিভাবকস্বরূপ।' -নিসা: ৩৪

পুরুষের নেতৃত্ব ও অভিভাবকত্ব একটি বাস্তব সত্য।

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.

'পুরুষ নারীদের উপর মর্যাদাবান।' -বাকারা: ২২৮

পুরুষ শারীরিকভাবে নারীর চেয়ে শক্ত-সমর্থ ও দূরদর্শী— সেও সত্য। কিন্তু নিরন্তর আত্মত্যাগ ও স্বার্থত্যাগে পুরুষ কি পারবে নারীকে ছাড়িয়ে যেতে? না, এক্ষেত্রে নারীর অবস্থানই উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। একদিন দু'দিন নয়— দীর্ঘ নয় মাস বাচ্চা পেটে নিয়ে চলতে কতো কষ্ট হয় মা'র! দেড় থেকে দু'বছর সন্তানের দুগ্ধপান ও লালন-প্রতিপালনে কতো কষ্ট হয় মা'র! সন্তানকে চোখে-চোখে আগলে রেখে তিলে-তিলে গড়ে তুলতে কতো কষ্ট হয় মা'র! শীত রজনীর গভীর মিষ্টি ঘুম হারাম করে যত্ন নিতে .. কাঁথা পাল্টাতে— কতো কষ্ট হয় মা'র!

কী সুন্দর করে বলেছেন মহান আল্লাহ—

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا.

'তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে সময় লেগেছে ত্রিম মাস।' -আল-কুরআন।

এক কবির ভাষায়— 'আমাকেই সইতে হয়েছে কঠিন কঠিন সব কষ্ট!'

ইতিহাস বলে, পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকেই এই গুরুদায়িত্ব, এই নাযুকতর যিম্মাদারী, পুরুষ নয়— নারী জাতিই পালন করে এসেছে। আর হাদীসে-যে ইরশাদ হয়েছে—

فإن الجنة تحت رجليها.

'মায়ের পায়ের নিচেই সন্তানের জান্নাত।' -নাসাই

এ-কথা বলার রহস্যও এখানেই ।

***

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দুই মুসাফির।

একটু পরই যাত্রা হবে এক দুর্গম সফরের উদ্দেশ্যে। একজন সফর সহায়ক একটি 'গাইডবুক' খরিদ করলো। দূরত্ব, ভৌগোলিক অবস্থান, মওসুম, আবহাওয়া ও সেখানকার সমাজ-জীবন সম্পর্কে পুরাতন মুসাফিরদের জিজ্ঞাসা করে-করে সব জেনে নিলো। কোন্ পথ ধরে গেলে ভালো হবে, কোন্ পথে ভাড়া কতো, সেখানে কোন্ ভাষার মানুষ বসবাস করে এবং সে ভাষা কিভাবে রপ্ত করা যায়— তাও সে জেনে নিলো। কিন্তু অপর মুসাফির এ-সব ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপই করলো না। সফর সংক্রান্ত ব্যাপারে অন্যের দ্বারস্থ ও শরণাপন্ন হওয়াকে সে সফরের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় মনে করলো। অপমান ভাবলো। সে বললো— 'আমার সফর আমি করবো, যে দিকে চাইবো সে দিকেই যাবো, কাকে আবার কী জিজ্ঞাসা করবো?'

দ্বিতীয় মুসাফিরের মতোই নারী জাতির বন্ধু পরিচয় দানকারী একদল কম 'আকলের' মানুষও এই প্রচারণা চালাচ্ছে যে, 'মা-বাবার পছন্দ-অপছন্দ এড়িয়ে যার যাকে মন ধরে তার সাথেই চুটিয়ে প্রেম করো আর বিয়ে করো।'

এ-ধরনের নারী-স্বাধীনতার অশুভ পরিণাম হলো আজকের পাশ্চাত্য জগতের সীমাহীন নৈরাজ্যকর অবস্থা। বিয়ের পরও একজন খুঁজছে 'মেয়ে বন্ধু' আরেকজন খুঁজছে 'ছেলে বন্ধু'। প্রতিদিন উদ্বেগজনক হারে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটছে। আদালত এবং সংবাদপত্রগুলোতেও এ নিয়ে কম তোলপাড় হয় না। আজ এখানে সে সবের সংক্ষিপ্ত আলোচনাও সম্ভব নয়।

অপরদিকে বিবাহ-বন্ধনকে ইসলাম সারা জীবনের এক চুক্তি হিসাবে অভিহিত করেছে। যে চুক্তির অন্যতম শর্ত হলো একজনের প্রতি আরেকজনের পূর্ণ বিশ্বাস ও অখণ্ড ভালোবাসা। বিবাহের কঠোর বাস্তবতাগুলোকে সচিত্র পেশ করেছে। বিবাহের মজলিসে সাক্ষী ও অভিভাবকের মতামতকে চূড়ান্ত পর্যায়ের গুরুত্ব দিয়েছে।

***

ছোট্ট যেমন সব সময় ছোট্ট থাকে না, তেমনি নওজোয়ানও বার্ধক্যের দিকে এগিয়েই যায়। বাসর রাতের স্থায়িত্ব, সে তো কয়েক ঘন্টা মাত্র! আর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিয়ের দিনের আমেজ-আনুষ্ঠানিকতা, সেও তো খুবই অল্প সময়! শীত-সকালের শিশিরকণা'র সাথে সূর্যালোকের খানিক ঝিলমিলানি! .....তারপর? তারপর স্বামী-স্ত্রীর সামনে আসে কতো নতুন নতুন বিষয়, কতো নতুন নতুন সমস্যা। জটিল থেকে জটিলতর। কঠিন থেকে কঠিনতর। আরো আসে কতো নরম-গরম পরিস্থিতি। এ-সব মুহূর্তে বড্ড প্রয়োজন নিজের পছন্দমত একজন হিতাকাঙ্ক্ষী ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মুরব্বী গ্রহণ করা এবং তার পরামর্শ মেনে চলা।

ইসলামে ওলী বা অভিভাবকের শর্তারোপের রহস্য এখানেই। কেননা বৈবাহিক ক্ষেত্রে এদের পরামর্শ যুক্তিসংগত ও বাস্তবানুগ। কারণ, এরা যৌবন পেরিয়ে এসেছেন। বয়সের ভারে নুয়ে পড়লেও একদিন এদের শরীরেও যৌবনের শোণিতধারা টগবগ করতো। যৌবন-বসন্তের কুসুম-কাননে এরাও একদিন প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়িয়েছেন। কোকিলের মতো গান গেয়েছেন।

এক কবির ভাষায়—

'এ বসন্ত জাগ্রত নগরীর একদিন আমরাও ছিলাম বাসিন্দা!
তোমাদের অবস্থা আমাদের ভালোই জানা আছে। বোঝো না! একদিন
আমরাও এ-পথ মাড়িয়েছি!
এ পথ আমাদের পায়ে-পায়ে চেনা!
এ-উপত্যকার প্রতিটি পথ ও বাঁক আমাদের নখদর্পণে!'

***

পৃথিবীর সবচে' বড় বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তির খুতবা এতক্ষণ আপনারা শুনলেন। কী পেলেন এতে? এই খুতবায় প্রথমেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা হয়েছে। কারণ, তিনিই প্রশংসার একমাত্র হকদার। তিনিই সকল নেয়ামত ও পুরস্কারের উৎস। তিনিই হাসি-আনন্দ ও সুখ-শান্তির কেন্দ্রবিন্দু। তারপর সাহায্য চাওয়া হয়েছে তাঁরই কাছে— এই পৃথিবীর সুখ-সমৃদ্ধি ও নির্বিঘ্ন জীবন কামনা করে। মাগফেরাত চাওয়া হয়েছে পরকালের মুক্তির জন্যে। সকাতর মিনতির মাধ্যমে—

'হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে 'পানাহ' চাই নফসের আক্রমণের ভয়াবহতা থেকে।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিবাহের খুতবার প্রারম্ভে এ-কথার তাৎপর্য কী? তাৎপর্য হলো, বিবাহের পিঁড়িতে পা রাখার সাথে সাথে যে নতুন জীবন শুরু হতে যাচ্ছে, তা যেনো হয় বিশুদ্ধ নিয়ত ও আত্মার পবিত্রতার মধ্য দিয়ে। তার পরই উচ্চারিত হয়েছে যে, মানুষকে 'হিদায়াত' দান করা এবং 'গোমরাহ' করা— সম্পূর্ণভাবেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। এখানে সৃষ্টিলোকের কোনো হাত নেই। কালেমায়ে শাহাদাতের সাথে সাথে এই সাক্ষ্যও প্রদান করা হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র নাযিল করা হুকুম-আহকামই শুধু শিরোধার্য। মানব-রচিত সব কিছুই সন্দেহাতীতভাবে এবং অপরিহার্যরূপে বর্জনযোগ্য।

বিয়ের খুতবায় প্রদত্ত এ-দুই সাক্ষ্যে পৃথিবীর সামনে যেনো এ-বীরত্বপূর্ণ ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণাই উচ্চারিত হচ্ছে যে, তাবৎ হিকমত ও জ্ঞান, তাবৎ ন্যায় ও সত্য এবং তাবৎ মঙ্গল ও কল্যাণ এসে জড়ো হয়েছে ইসলামের উদার নীতিমালা ও হিকমতপূর্ণ আইন-কানুনে।

ঈমান নবায়নের এ-পর্বটা শেষ করে আল্লাহ্‌র নবী নিজ বক্তব্যের ইতি টানছেন— স্রষ্টার কথা যোগ করে। আল-কুরআনের পৃথক পৃথক সূরা থেকে চারটি আয়াত নির্বাচন করেছেন। কিন্তু ভাববার বিষয় হলো, সংক্ষিপ্ত এই আয়াতগুলোতে 'ভয় করো তোমরা আল্লাহকে' এ-কথার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে মোট চারবার। কেন এই পুনরাবৃত্তি? কিসের এই তাগিদ?

.....উদ্দেশ্য স্পষ্ট। নব-দম্পতিকে মনে করিয়ে দেয়া হচ্ছে তারা যেনো দাম্পত্য জীবনের পদে-পদে, বাঁকে-বাঁকে তাকওয়ায়ে ইলাহী বা আল্লাহভীতিকেই জীবন চলার একমাত্র পাথেয় হিসাবে বেছে নেয়। বিকারগ্রস্ত কোনো দার্শনিক হিসাবে নয়, কিংবা কোনো রোমান লেখকের একদেশদর্শী বিজ্ঞতা নিয়েও নয়, রাসূল এসেছিলেন—

পৃথিবীর আদর্শ শিক্ষক হিসাবে।
জগতের মহান সংস্কারক হিসাবে।
তিনি উম্মতকে যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন,
তা বাস্তবতার শিক্ষা।
ন্যায় ও সত্যের শিক্ষা।
মঙ্গল ও কল্যাণের শিক্ষা।
এ-শিক্ষার সময় ও ব্যাপ্তিকাল— সর্বযুগ, সর্বজাতি, সর্বসমাজ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালোভাবেই জানতেন, যে সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে পৃথক পৃথক দু'টি আত্মা মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যায়, বছরের তিনশ পয়ষট্টি দিনই যারা নিত্য একে অপরের মুখোমুখি হয় এবং দিবস-রজনীর চব্বিশ ঘন্টাই যারা পাশাপাশি অবস্থান করে, তাদের মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই মাঝে মধ্যে আসবে অপ্রিয় মুহূর্ত। কখনো কখনো তাদের হৃদয়ে ছেয়ে যেতে পারে বিষণ্নতাও। কখনও হয়ত তাদের মধ্যে রং ছড়াবে ভ্রুক্ষেপহীনতার শীতল-যুদ্ধ। আসবে কখনো শোক-ব্যথা ও দুঃখ-বেদনা। কখনও বা চরম অনাকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত। দাম্পত্য জীবনের এইসব অপ্রিয় মুহূর্তে, এইসব জোয়ার-ভাটায়, সফল হওয়ার উপায় কি?

.....একমাত্র, একমাত্র এবং একমাত্র 'আল্লাহভীতি!' এই আল্লাহভীতিই শুধু পারে গোনাহ ও পাপ থেকে মানুষকে বাঁচাতে। পারে সব ধরনের স্খলন ঠেকাতে। বিবাহের খুতবায় তাকওয়ায়ে ইলাহী বা আল্লাহভীতির এই একাধিক দীপ্ত উচ্চারণ, আমাদেরকে সে কথাই বলে দেয়।

সবশেষে খুতবায়ে নববীর সমাপ্তি টানা হচ্ছে এই মহান সুসংবাদ দিয়ে—

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

'আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে লাভ করবে মহা সাফল্য।' -আহযাব : ৭১

অর্থাৎ সৌভাগ্যের পরশ পাথর, সাফল্যের আলোকবর্তিকা অন্য কোথাও নয়— শুধু আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কর্তৃক প্রদর্শিত পথ ও হুকুম-আহকামের মধ্যেই নিহিত। সাফল্য ও পুরস্কার তারই ন্যায্য পাওনা, যে মেনে চলবে ইসলামী জীবনদর্শন। বর্জন করবে মানুষের সসীম ও ক্ষুদ্রবুদ্ধি-রচিত আইন-কানুন ও বস্তাপচা নীতিমালা।

কেমন সেই সাফল্য?

সে সাফল্য বহুমুখী। সে সাফল্য একদিকে ইহকালীন অন্যদিকে পরকালীন। একদিকে ব্যক্তি ও পরিবারের, অন্যদিকে সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর। আর বলাই বাহুল্য, ইসলামের এ-পথ ছাড়া অন্য সব পথ বাতিলের পথ। ধ্বংস ও বরবাদির পথ। যে মাড়াবে এ-পথ, তাকে ধাওয়া করবে নিশ্চিত ধ্বংস ও অনিবার্য করুণ পরিণতি, যে দেশেরই হোক সে-পথের নির্দেশকারী। ইরানের হোক, বৃটেনের হোক, কিংবা হোক পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের!

***

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিবাহ ইসলামের দৃষ্টিতে একটি চুক্তি। স্ত্রীর জন্যে এ চুক্তি— আনুগত্য ও সেবার। স্বামীর জন্যে এ চুক্তি— নিরাপত্তা বিধান ও দায়িত্ব গ্রহণের। আর উভয় পক্ষের জন্যে আমানতদারী, সহমর্মিতা ও ভালোবাসার।

ইরশাদ হয়েছে—

وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً.

'আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।'

-আল-কুরআন

এই দুই পক্ষের মধ্যে একজন দুর্বল ও নাযুক। নিজেকে সঁপে দিচ্ছে অন্যের কাছে। অন্যজন শক্ত-সমর্থ ও ক্ষমতবান। নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছে অন্যজনের দায়িত্ব। এ-চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে বিয়ের অনুষ্ঠানে দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান সাক্ষির উপস্থিতিতে। সর্বোপরি সাক্ষি থাকছেন দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের মালিক স্বয়ং আল্লাহ।

বিবাহে সাক্ষীর প্রয়োজনীয়তা কী? তাৎপর্য কী? .....যাতে দাম্পত্য জীবনের কোনো ধাপে, গাফিলতি ও অসতর্কতার কোনো মুহূর্তে এই সম্পর্ক শিথিল না-হয়ে যায় এবং তাতে অমানিশা নেমে না-আসে।

স্বামী-স্ত্রীর এই সম্পর্কে পুরুষই ক্যাপ্টেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই বিবাহের খুতবায় পুরুষকেই সম্বোধন করা হয়েছে। বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণে পুরুষকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ্‌র নবী ঘোষণা করেছিলেন—

'নারীদের হক ও অধিকারের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।'

সংযমী হওয়ার কথা কাকে বলা হয়? .. যার অসংযমী হওয়ার আশংকা থাকে। ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগের ব্যাপারেও তাকেই সাবধান করে দেয়া হয়, যার রয়েছে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার। হাদীসের প্রায় সকল কিতাবেই স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ সম্পর্কিত একটি অধ্যায় রয়েছে, এ-সব (তাদের সাথে উত্তম আচরণ করো) এই আয়াতের ব্যাখ্যা। স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ সম্পর্কে হাদীসের মূল বক্তব্য হলো এই—

'তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদয় আচরণ করো। নিজেরা যা খাবে, তাদের তাই খাওয়াবে। নিজেরা যা পরবে, তাদের তাই পরাবে। তাদেরকে রাখবে নিজের মতো আপন করে। সামাজিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে। কথায় কথায় তাদের দোষ খুঁজে বেড়াবে না। হৃদয়ে তাদের আঘাত দেবে না। সাবধান! তাদের হক ও অধিকার সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। অর্থাৎ সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমরা তাদের সাথে ন্যায়ভিত্তিক আচরণ করবে। এমন আরচণ কখনো করবে না, যাতে মনে হয় যে, তুমি এক অসহায় অবলা নারীকে ভিক্ষা দিচ্ছো। আশ্রয় দিচ্ছো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হ্যাঁ, তাদের মধ্যে যদি কোনো দোষ-ত্রুটি থেকেই থাকে, তবে অবশ্যই তা সংশোধনের চেষ্টা করে যাবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মাতৃজাতি ভীষণ নাযুক স্বভাবের। বেশি কঠোরতা করলে উল্টো ফল হতে পারে। তাই বোঝে-শুনে, রয়ে-সয়ে এবং ধীরে-সুস্থে চেষ্টা চালাতে হবে। কারণ ধনুককে বেশি বাঁকানো যাবে না। ভেঙে যাবে। ভাঙবেই।

আল্লাহ্‌র রাসূলের জীবন-চরিত্র এমনই ছিলো। তিনি স্ত্রীদের সাথে অন্তরঙ্গভাবে মিশতেন। হেসে হেসে কথা বলতেন। কোনো স্ত্রী কড়া ভাষায় কিছু বলে ফেললে তিনি ধৈর্য ধরতেন। তিনি সবার ডাকে সাড়া দিতেন। সবার মন বুঝতেন। ছোট্ট আয়েশার খেলার সাথী পর্যন্ত তিনি হয়েছেন। মনে পড়ে— দৌড়-প্রতিযোগিতার সেই সোনালি মুহূর্তের কথা! শেষবার নবীজী কি মৃদু হেসে বলেন নি— 'এটা ওটার বদলা!'

কী সুন্দর দাম্পত্য সুষমা!

অমন বৈধ ও মিষ্টি সুখ-আনন্দের উৎস আর কোথায় পাবেন আপনারা?

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই গভীর রাতে জান্নাতুল বাকী—কবরস্থানে বেরিয়ে যেতেন। তখন দরোজা খুলতেন আস্তে আস্তে। পা ফেলতেন নিঃশব্দে। বেরিয়ে যেতেন নীরবে। কেনো এই সতর্কতা? যাতে পাশে ঘুমিয়ে-থাকা জীবন সঙ্গিনীর আরাম নষ্ট না হয়ে যায়! আমার জীবন উৎসর্গীত হোক সেই মহান শিক্ষক ও পথ-প্রদর্শকের জন্যে, যিনি ছোট্ট একটা খুতবায় (ভাষণে) বলে দিয়েছেন জীবন পথের দিশা। জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহভীতিই দাম্পত্য জীবনের সুখ-নীড় নির্মাণের মূল উপকরণ। এই আল্লাহভীতির উপর ভর করেই তিলে-তিলে গড়ে উঠতে পারে দাম্পত্য জীবনের বর্ণাঢ্য নির্মাণ।

দাম্পত্য জীবনে বীর পুরুষ কে?

.....সেই, যে এই জীবনের বাঁকে-বাঁকে মেনে চলে আল্লাহ্‌র নির্দেশ। প্রত্যাখ্যান করে পাশ্চাত্যের ছলনাময়ী, বল্গাহীন ও উন্মত্ত জীবন-ধারা। নারী-স্বাধীনতার অন্তসার শূন্য মিথ্যা স্লোগান।

এক কবির ভাষায়–

'নির্মল ও পবিত্র প্রেম-ভালোবাসা এবং ভালোবাসার অভিনয় ও ছলনা—
দু'টো দু' জিনিস।
একটি পথচারীকে পৌঁছে দেয় আশার সোনালি দিগন্তে, আর অপরটির
পেছনে ছুটে চলা মানেই— শুধু মরীচিকার পেছনে ছুটে চলা।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তিন

১৯১৬ সনে আমি নিজেই বসা ছিলাম এখানে বরের বেশে। আজ ১৯৪৬ সনে এসে একই জায়গায় বসে নিজের এক প্রিয় সন্তানকে বিয়ে দিচ্ছি। মাঝে পেরিয়ে গেছে ত্রিশটি বছর। এতদিন পর এখানে এমনটি ঘটবে— অদৃশ্যের কলম হয়ত এটাই লিখে রেখেছিলো।

ত্রিশ বছর সময়টা কি খুব কম? কিন্তু ক্রমাগত গাফিলতির ভিতর দিয়ে এ-সময়টা যার কেটে গেছে, তার কাছে কি এটা খুব লম্বা সময়? কথায় কথায় বেড়ে গেছে বেলা! দেখতে দেখতে কোথায় চলে গেছে সময় নামের ঘোড়া!

এই কিছুদিন আগেও যে ছিলো বাঁধ না-মানা এক দুরন্ত কিশোর, টগবগে এক যুবক, আজ সে বসে বসে ঝিমুচ্ছে বার্ধক্যের কোলে।

আজ-কাল দ্রুতগতি বোঝাতে মানুষ বাতাস, বিদ্যুৎ, রেডিও এবং ওয়ারলেস ইত্যাদির কথা বলে থাকে। কিন্তু আমার তো মনে হয়, জীবনের ঝরে যাওয়া এই-যে বিপুল সময় এবং হাতের বাইরে চলে-যাওয়া এই-যে অখণ্ড অবসর— এর সামনে কি তা একেবারেই ম্লান ও তুচ্ছ নয়?

* * *

বিবাহ-প্রথা পৃথিবীর কোনো অদ্ভুত জিনিস নয়। কিংবা শুধু ইসলাম ধর্মেই তা সীমাবদ্ধ নয়। এ-প্রথা যুগে যুগে, কোনো-না-কোনো আকৃতিতে প্রত্যেক মাযহাব ও ধর্মেই ছিলো। এখনও আছে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে একমাত্র ইসলামই ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের ধারক। কেননা ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের জীবনের প্রতিটি শ্বাস-নিঃশ্বাস ও খণ্ড খণ্ড চিত্র— ইবাদত। দুনিয়ার দৃষ্টিতে যা কিছু নিছক আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদন কিংবা যুগ যুগ ধরে চলে-আসা সামাজিক রসম-রেওয়াজ— তা-ই ইসলামের দৃষ্টিতে নির্ভেজাল দাসত্ব ও ইবাদত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দুনিয়ার দৃষ্টিতে বিবাহ হলো একটি আইনগত চুক্তি। অথবা আনন্দ ও বিনোদনের বিষয় কিংবা নারী-পুরুষের সম্মিলিত বা যৌথ বসবাস। কিন্তু একটু আগেই আপনারা বিবাহের যে খুতবা শুনলেন, তা কী দিয়ে শুরু হয়েছে? এবং কার মুখে?

তা শুরু হয়েছে বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ্‌র প্রশংসাযোগে—

'সমস্ত প্রশংসা তাঁরই, যাঁর কাছে আমরা সাহায্য চাই। তাঁর কাছেই আমরা (অতীত কৃতকর্মের জন্যে) ক্ষমা চাই। আর ভবিষ্যতের জন্যেও তাঁর কাছেই আমরা আশ্রয় চাই নফসের যাবতীয় কু-মন্ত্রণা ও অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ যাকে সুপথে পরিচালিত করেন, কার সাধ্য তাকে গোমরাহ করে? আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, কার শক্তি আছে তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়?'

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।'

নিরবচ্ছিন্ন ও নিরংকুশ ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র। প্রভুত্ব চলবে শুধু তাঁরই। দাসত্বের হকদারও শুধু তিনিই। সসীম চিন্তা ও সীমিত বুদ্ধির মানুষ এখানে সম্পূর্ণভাবেই তাঁর ইচ্ছার অধীন। তাঁর হুকুমের গোলাম। তাঁর হিকমত ও কৌশলের সামনে অসহায়।

'আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।'

এই নশ্বর পৃথিবীতে আমরা যদি আলোর পথের সন্ধান লাভ করতে চাই, এই অনুর্বর ও বিরান পৃথিবীতে আমরা যদি ন্যায় ও কল্যাণের ফল্গুধারায় সিক্ত হতে চাই, সর্বোপরি যুগপৎভাবে আমরা যদি দুনিয়া-আখেরাতে সফলকাম হতে চাই, তাহলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ ধরে চলতে হবে।

এতোক্ষণ আপনারা নবী-প্রবর্তিত খুতবার ভূমিকা শুনলেন।

এখন তাঁর মূল খুতবাও একটু লক্ষ্য করুন তাঁরই ভাষায় এবং তার ব্যাখ্যার দিকেও একটু দৃষ্টি ফেরান, যে ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হয়েছে আপনাদের সামনে তাঁরই এক মূর্খ উম্মতি!

রাসূলের সালাত যেমন উম্মতির সালাত, তেমনি রাসূল পঠিত বিবাহের খুতবাও উম্মতির বিবাহের খুতবা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আসুন! আজকের এই মুবারক মাহফিলে রাসূলের বরকতময় ও তাৎপর্যপূর্ণ এই খুতবা ও তার ব্যাখ্যা শুনে ধন্য হই।

ঈসায়ী ষষ্ঠ শতকের দুনিয়া। বিশ্ব-মানবতা অজ্ঞতা ও মূর্খতার তিমির আঁধারে নিমজ্জিত। শিরক ও গায়রুল্লাহর পূজায় ভেসে গেছে সারা দুনিয়া। ঠিক এই সময়টাতেই দুলে উঠলো আল্লাহ্‌র আরশের নূরানি পর্দা। হেরা গুহায় সাধনামগ্ন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আগমন করলেন স্বার্গীয় দূত হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম, আসমানী ওহীর বার্তা নিয়ে।

ওহী! সে কি কোনো সহজ ব্যাপার? ওহীর গুরুভার বহন করা, সে কি এই দুর্বল মানুষের পক্ষে কোনো সহজ কাজ?..... যেখানে পাহাড় পর্যন্ত হেলে যায়? লোহা পর্যন্ত গলে যায়? পাথর হয়ে যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ? হ্যাঁ, স্বীকার করি; ওহীর বাহক ছিলেন সাহস ও হিম্মতের ময়দানে একজন শ্রেষ্ঠ পাহলোয়ান। একজন বীর পুরুষ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও ছিলেন একজন মানুষ?

প্রথম ওহী! হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর সাথে এই তাঁর প্রথম সাক্ষাত! অজানা আশংকায় মন তাঁর দুরুদুরু কাঁপছে! কাঁপা কাঁপা বুকে ছুটে এলেন গৃহে!

নবীজীকে তখন কে দিয়েছিলেন সান্ত্বনা?

কে শুনিয়েছিলেন অভয়বাণী?

কে দিয়েছিলেন হৃদয়ে তাঁর প্রশান্তির প্রলেপ?

মনে পড়ে কি আপনাদের সেই মহিয়সী নারীর কথা?

তিনি ছিলেন তাঁর প্রিয় জীবন-সঙ্গিনী হযরত খাদিজা রা.।

ইসলামে নারীর মর্যাদা কী?

এই মহান চিত্রে কি তা ফুটে ওঠে নি?

একজন নারী ও স্ত্রীর অভয়বাণী ও সান্ত্বনায় শান্ত ও তৃপ্ত হলো শ্রেষ্ঠ নবীর মন— এও কি নারীর এক দুর্লভ পাওয়া নয়? এর সামনে পেশ করার মতো কী আছে নারী অধিকারের প্রবক্তাদের ঝুলিতে? তাদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে?

* * *

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রাসূল শয্যাগত। অস্তাচলগামী নবুওতের মহাসূর্য। তাঁর চারপাশে সাহাবীদের উপচে-পড়া ভীড়। তাঁর সান্নিধ্য যাঁদের সার্বক্ষণিক আকাঙ্ক্ষা, তাঁরা কিভাবে সইবে রাসূলের মহাবিচ্ছেদ? চিরবিরহ? সবার চোখে-মুখে এতিমের করুণ চাহনি! কেয়ামতের বিভীষিকা!

কিন্তু বলুন তো! সেই নাযুক মুহূর্তে, সেই মহাবিচ্ছেদ ও প্রস্থানকালে কার উরুদেশে ছিলো রাসূলের মাথা? আবু বকর, উমর, উসমান কিংবা আলীর? না!

তাহলে অন্য কোনো নিবেদিতপ্রাণ পুরুষ সাহাবীর?

না!

সেই বিরল সম্মানের অধিকারী আর কেউ হতে পারেন নি, একমাত্র উম্মূল মুনিনীন হযরত আয়েশা রা. ছাড়া!

এই হলো দুনিয়ার সবচে' বড় সংস্কারক, শিক্ষক ও পথপ্রদর্শকের জীবনাচারে স্বামী হিসাবে স্ত্রীর প্রতি সম্মান ও মর্যাদার বর্ণিল চিত্র।

বিবাহের এই পবিত্র বন্ধন, যা দুই প্রান্তের দু'টি পৃথক ও অজানা মানব-মানবীকে একান্ত আপন করে দেয়, তা আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে রচিত হয়েছে কতো বার! সেই পূণ্য ধারাবাহিকতায় আজো রচিত হবে ইনশাআল্লাহ আরেকটি বন্ধন, একটু পরই।

***

জান্নাত! হৃদয় কাড়া শোভা-সৌন্দর্যে সুশোভিত! চারদিক ঝিলমিল করছে আকর্ষণীয় বৈচিত্র-বৈভবে! কী সুন্দর আল্লাহ্‌র বানানো এই শ্রেষ্ঠ বাগান! চারদিকে পরিদৃষ্ট হচ্ছে তাঁর কুদরতের অপূর্ব নিদর্শন ও মহা প্রতাপ। এই জান্নাতেই আগমন ঘটলো প্রথম মানবের।

জান্নাতে কী নেই? ... সবই আছে! সর্বত্র বর্ষিত হচ্ছে আল্লাহ্‌র অফুরন্ত নেয়ামতের ফল্গুধারা। হাসি-আনন্দ ও ভোগ-বিলাসের কোনো কমতি নেই। কিন্তু তবু প্রথম মানবের মনে শান্তি নেই। স্বস্তি নেই। একটা অজানা অভাববোধ ঘিরে আছে তাঁর মনটাকে। তাঁর মনের এই অস্বস্তি ও অভাববোধ দূর করার জন্যে জান্নাতের নেয়ামত কি আরো বাড়িয়ে দেয়া

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হলো? না, তা করা হলো না। বরং প্রথম মানবের পাশে সৃষ্টি করলেন আল্লাহ প্রথম মানবী। হযরত মূসা আ.-এর উপর নাযিলকৃত তাওরাতে এ-কাহিনী আরেকটু বিস্তৃত পরিসরে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

খোদাওয়ান্দ বললেন—

'আমি আদমের একা থাকাটা পছন্দ করলাম না। সিদ্ধান্ত নিলাম তার মতোই আরেকজন মানুষ সৃষ্টি করবো।'

তারপর খোদাওয়ান্দ আকাশচর সব পাখ-পাখালিকে এবং জমিনচর সব জন্তু-জানোয়ারকে আদমের কাছে পাঠালেন। তিনি সে সবের আলাদা আলাদা নাম রাখলেন। কিন্তু তাঁর মতো দ্বিতীয় কোনো সৃষ্টিই তাঁর চোখে পড়লো না। খোদাওয়ান্দ অতঃপর আদমকে গভীর সুপ্তির কোলে ঢেলে দিলেন। তারপর তাঁর পাঁজরদেশ থেকে একটি পাঁজর বের করলেন এবং তা মাংসে পূর্ণ করে দিলেন। দেখতে দেখতেই এক রমণী সৃষ্টি হলো, সেই পাঁজর থেকে। অতঃপর খোদাওয়ান্দ সেই রমণীকে আদমের সামনে হাজির করলেন। আদম তাকে দেখে বললেন—

'এ আমারই গোশত ও হাড্ডির একটি অংশ। নর থেকে সৃষ্টি হওয়ার কারণে একে নারী বলা হবে।'

অপরদিকে আল-কুরআন এই দীর্ঘ কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত শিল্পমণ্ডিত একটিমাত্র বাক্যে বলে দিয়েছে এ-ভাবে—

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا.

'আর যিনি তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া বা সঙ্গিনীকে।'

-নিসা: ১

এতোক্ষণে স্বস্তি পেলেন আদি পিতা। অনুভব করলেন আপন অস্তিত্বের পূর্ণতা। কুরাআনী আয়াত—لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. —'যাতে তোমরা তাদের পরশে শান্তি খুঁজে পাও'-এর রহস্য বুঝি এখানেই!

একটু ভাবুন তো!

জান্নাতে কিসের অভাব? কিসের কমতি?

সেখানে রয়েছে আল্লাহ্‌র অফুরন্ত নেয়ামত। আরাম-আয়েশের বিপুল আয়োজন। সেখানে যখন যে যা পাওয়ার কল্পনা করবে, সাথে সাথেই তা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তার সামনে এসে হাজির হয়ে যাবে। সেই জান্নাতে কেনো থাকবে আদি পিতার মন-ঘিরে এই অভাববোধ ও খাঁ খাঁ শূন্যতা?

আল্লাহ তাই তাঁর হৃদয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর পাশে সৃষ্টি করেছিলেন প্রথম মানবী। প্রথম স্ত্রী। পাশে স্ত্রীকে পেয়ে .. নিজের পাঁজর-সৃষ্ট মানবীকে পেয়ে আদি পিতার চোখের সামনে জান্নাতের সবকিছু তখন ঝিলমিল করে উঠলো। পরম পাওয়া ও চরম আনন্দের সীমাহীন উচ্ছ্বাসে তাঁর হৃদয়-মনে মহাপ্রাপ্তির বান ডেকে গেলো।

এই পৃথিবীতে বনী আদমের আশা-আকাঙ্ক্ষার জান্নাত কী?

ধন-সম্পদ?

প্রশাসন ও নেতৃত্ব?

দুনিয়া-বিমুখতা ও ইবাদত-বন্দেগী?

তপস্যা ও সাধনা?

মানুষের আকাঙ্ক্ষা যাই হোক এবং সেই কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভের জন্যে মানুষ যতো সাধনাই করে যাক, সব কিছুর অন্তরালে মানুষ আসলে কী পেতে চায়?

কী লাভ করতে চায়?

.....শুধুমাত্র আত্মার প্রশান্তি! হৃদয়ের সুখ-শান্তি!

পুরুষের পাশে রমণীর সৃষ্টির উদ্দেশ্যও এটাই!

خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا.

> 'তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের পাশে শান্তি খুঁজে পাও।'
>
> -আল-কুরআন

নারী সৃষ্টির এ-উদ্দেশ্যটা বুঝতেই ব্যর্থ হয়েছে নারী প্রগতিবাদের প্রবক্তরা। তারা বলে, নারী-পুরুষের অধিকার সমান। নারী সর্বক্ষেত্রেই পাল্লা দেবে পুরুষের সাথে। পুরুষ যদি হাজার মাইল উপরে বিমান থেকে লাফিয়ে পড়তে পারে, তাহলে নারীও পারবে তা। পুরুষ যদি মুষ্টিযোদ্ধা হতে পারে, 'প্রো-রেসলিং'-এ (কুস্তি, মল্লযুদ্ধ) ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে নারী কেনো পারবে না?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অন্যদিকে ইসলাম বলছে, না, নারীকে সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয় নি। নারী— পুরুষের সহ-সেনাপতি। জীবন-যুদ্ধের এই ময়দানে পুরুষ আঘাতপ্রাপ্ত হবে, নারী সেই আঘাতে পঁট্টি বেঁধে দেবে। পুরুষের পাশে নারী হলো— শান্তির নিশানা। স্বস্তির ঠিকানা। প্রশান্তির আঙ্গিনা। তৃপ্তির সুখদ ব্যঞ্জনা। পুরুষের অভাব ও শূন্যতাকে নারী ভরে দেবে— প্রাপ্তি ও পূর্ণতা দিয়ে। পুরুষের চোখে যদি কখনো নেমে আসে দুঃখ-বেদনার অশ্রু, নারী তা মুছে দেবে তার মায়াবী আঁচলের কোমল ছোঁয়ায়। ভালোবাসার উষ্ণ পরশে।

***

হে আল্লাহ!

একটু আগে তোমার দুই অক্ষম বান্দা-বান্দির মাঝে তোমারই দেখানো পথে বিবাহের কাজ সম্পন্ন হলো।

হে আল্লাহ!

তোমার পূণ্যাত্মা বান্দাদের বদৌলতে এ-নতুন দুই সদস্যকেও জীবনে সফল করো। সুখী করো। কখনো যদি হয় ওরা পরীক্ষার সম্মুখীন, পাহাড়ের মতো থাকে যেনো অটল-অবিচল। ওদের শূন্য ও বিরান হৃদয়, আবাদ করে দাও তোমার প্রেম-ভালোবাসা দিয়ে। তোমার হুকুম মতো চলাই হোক ওদের জীবনের একমাত্র ব্রত। যতোদিন ওরা এই মাটির পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে, ততোদিন ওরা যেনো তোমার রহমত ও বরকতের বৃষ্টিতে সিক্ত হতে থাকে। আর মৃত্যুর ওপারে গিয়েও যেনো তারা দেখা পায় তোমার ক্ষমাগুণের! প্রবেশ করতে পারে তোমার জান্নাতে—চিরসুখের ঠিকানায়।

হে আল্লাহ!

তোমার সন্তুষ্টির ভিতেরই ওরা খুঁজে ফিরুক জীবনের সার্থকথা।

হে আল্লাহ!

তুমি এদের হয়ে যাও। এরাও তোমার হয়ে যাক। এদেরকে এবং এদের ঔরস থেকে জন্ম-নেয়া আগামী প্রজন্মকে যাবতীয় ফেতনা-ফাসাদ থেকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হিফাযত করো। যদি ফেতনা-ফাসাদ ও বিপদ-আপদ এদেরকে ঘিরে ফেলতে চায়— আকর্ষণীয় কৃত্রিম মনোলোভা পর্দার আড়ালে কিংবা দৃশ্যত সুন্দর ও দৃষ্টিকাড়া লোভনীয় সুষমার আকৃতিতে, তখনও তুমি এদেরকে আগলে রেখো!

হে আল্লাহ!

এদের জীবনের বাঁকে-বাঁকে প্রতিফলিত হোক হযরত ইবরাহীম ও বিবি সারা-হাজেরা আ.-এর দাম্পত্য জীবনের বরকতের ছায়া। এদের দাম্পত্য জীবনকে প্রিয় নবীজী এবং হযরত খাদিজা ও আয়েশার দাম্পত্য জীবনের মতো বানিয়ে দাও। দাম্পত্য জীবনের পথ যদি হয় কাঁটা-ঘেরা, তুমি তা সাজিয়ে দিয়ো, তোমার রহমত-বরকতের ফুল দিয়ে! ওদের সুখময় দাম্পত্য জীবনকে কখনো যদি গ্রাস করতে চায় নমরূদের আগুন, তুমি তা ইবরাহীম আ.-এর ফুল বাগানে বদলে দিয়ো! তুমি তো সবই পারো! যা ইচ্ছে তাই পারো! যখন ইচ্ছে তখনই পারো!

হে আল্লাহ!

দুনিয়া যদি এদের সাথে গাদ্দারি করে, দীনদারির কারণে দুনিয়াদারদের প্রকোপে পড়ে—রোষানলে পড়ে, তুমি তখন নিশ্চয়ই এদের পাশে থাকবে! তুমি ছাড়া এদের আর কে আছে? তুমি ছাড়া আমাদের আর কে আছে? এদের ঈমান-আকিদা হিফাযত করো। এদেরকে আমৃত্যু ইসলামের ওফাদার প্রমাণিত করো! তোমার রিযা ও সন্তুষ্টির তালাশে বিলীন হয়ে যাক এরা। তোমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'জান্নাত' হোক এদের আর এরাও হোক 'জান্নাত'-এর। কেয়ামতের দিন যারা জান্নাতের পুরস্কার লাভে চিরধন্য হবে, তাঁদের সাথে এদেরকে, আমাদেরকে এবং পৃথিবীর সব ঈমানদারকে শামিল করে নিয়ো হে আল্লাহ! আমীন!!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চার

কিছুদিন আগে যে ছোট্ট শিশুটি মানুষের কোলে-কোলে ভেসে বেড়াতো আর হাত পা নাচিয়ে-নাচিয়ে হাসতো, সে-ই আজ এক তরুণ যুবা এবং আজকের আসরের বর। মধ্যমণি। একটু পরই সে আবদ্ধ হতে যাচ্ছে বিয়ের পবিত্র বন্ধনে। প্রবেশ করতে যাচ্ছে এক নতুন পৃথিবীতে। অপরদিকে যে ছোট্ট মেয়েটি মায়ের পায়ের কাছে হেসে লুটোপুটি খেতো, মায়ের কোল-ঘেঁসে বসে থাকতো—গল্প শোনার বায়না ধরতো, শিশু-খেলা আর কল্পনার রান্নাবাড়া নিয়ে কাটিয়ে দিতো সারা বেলা, সে-ই আজ বসে আছে নব-বধূর সাজে বাস্তব দুনিয়ার সবচে' বড় দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে! এখন তারা আর আগের সেই 'ছোট্টটি' নেই! বরং 'ছোট্ট'-দেরকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করতে ব্রতি হবে— আদর্শ মা-বাবার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে!

আল্লাহু আকবার!

আজকের মাহফিলের সুধীমণ্ডলী এবং পর্দার আড়ালের হেরেম!

আপনারা হয়ত চাকচিক্যহীন, অনাড়ম্বরপূর্ণ ও অতি সাধারণ এই বিয়ে-অনুষ্ঠান দেখে মুখ টিপে হাসছেন আর মনে মনে ভাবছেন— এও কোনো বিয়ে অনুষ্ঠান হলো? নেই বরযাত্রীদের ভীড়! নেই গান-বাজনা ও আনন্দ-উল্লাসের আয়োজন! নেই মোতির টোপর, ফুলের মালা! নেই মোটর গাড়ির শব্দ! নেই বেয়ারাদের হাঁক-ডাক, ঢাক-ঢোল! নেই রকমারি খাবারের বাহারি আয়োজন! কিন্তু একটু আগে আরবীতে বিয়ের যে খুতবা পড়া হলো, তাতে কী বলেছেন আল্লাহ্‌র রাসূল? আমরা অনেকেই হয়ত এই আরবী খুতবার অর্থ ও মর্ম বুঝতে পারিনি। শুনুন তাহলে তাঁর এক অশিক্ষিত উম্মতির মুখে। খুব সংক্ষেপে। তারপর আপনাদের মনে কোনো জিজ্ঞাসা সৃষ্টি হলে, হোক।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ،

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে'

খুতবা শুরু হয়েছে আল্লাহ্‌র প্রশংসাযোগে। কারণ অসংখ্য নেয়ামতের মধ্যে এই-যে আমাদের নিত্য বসবাস এবং সুখ-শান্তি ও হাসি-আনন্দের মধ্যে এই-যে আমাদের নিত্য সন্তরণ, এর উৎস ও আধার তো তিনিই! তাই আজকের এ-আনন্দঘন দিনে .. আজকের এ-মহতি অনুষ্ঠানে আমাদের মুখে তাঁরই প্রশংসাবাণী উচ্চারিত হওয়া উচিত। আজ প্রশংসার দিন। আজ রাসূলের সুন্নত পালনে 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলে আনন্দ প্রকাশের দিন। রাসূল নিজে বিবাহের খুতবায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে আমাদেরকে এ-শিক্ষাই দিয়ে গেছেন।

نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،

'আমরা শুধু তাঁর কাছেই সাহায্য চাই এবং তাঁর কাছেই মাগফেরাত কামনা করি।'

আল্লাহ্‌র কাছে বান্দার বিনয়-কাতর আবেদন এবং ঈমান-দীপ্ত স্বীকারোক্তি— মাবুদ! এই পৃথিবীতে তোমার সাহায্য ছাড়া আমাদের কোনো গতি নেই! আর পরকালে আমরা যদি তোমার ক্ষমা না পাই তাহলে কী উপায় হবে আমাদের?

وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا،

'আমরা আমাদের নফসের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

মানুষের সবচে' বিপজ্জনক দুশমন— নফস-এর হামলা থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে এই প্রার্থনা ও আবেদন।

এখানে কী ইশারা করা হচ্ছে?

আজ অজানা দুই মানব-মানবীর মধ্যে যে নতুন জীবন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তার 'পাথেয়' যেনো হয় হৃদয়ের পবিত্রতা এবং নিয়তের বিশুদ্ধতা।

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ،

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'আল্লাহ নিজের হাতে তুলে নেন যার হিদায়াতের দায়িত্ব, কারো নেই তাকে গোমরাহ করার ক্ষমতা। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করতে চান, কেউ পারবে না তাকে হিদায়াতের পথ দেখাতে।'

এখানে আছে একটি চিরন্তন সত্যের দ্বিধাহীন স্বীকারোক্তি। সৃষ্টিগতভাবেই হিদায়াত ও গোমরাহির মালিক আল্লাহ। আজ যে নতুন জীবন শুরু হচ্ছে, তাতে ঈমানের কিশতি সর্বক্ষণ আশা-নিরাশার বিক্ষুব্ধ সাগরে দোলায়মান। এ তরী কি তীরে ভিড়বে না মাঝ সাগরেই ডুবে যাবে, তা আল্লাহই ভালো জানেন।

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রাসূল।'

এ-সাক্ষ্যের তৎপর্য কী? এ-সাক্ষ্যের তাৎপর্য হলো, মানব রচিত কোনো মতবাদ ও দর্শন নয়— ন্যায় ও সত্য সেটাই, যা নাযিল করেছেন আল্লাহ। আর অনুসরণযোগ্যও কেবল তা-ই। আর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম-এর মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক সূত্রে আমাদের কাছে যে হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান এসেছে, আমরা শুধু তারই অনুসরণ করবো। রাসূল ছাড়া— আল্লাহ এবং ইসলাম সম্পর্কে যে যাই বলুক এবং যাই দাবি করুক, তা নিশ্চিতভাবে প্রত্যাখ্যানযোগ্য। এই বিপ্লবী ঘোষণার মধ্য দিয়ে এ-সত্যই বেরিয়ে এসেছে যে, যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-দর্শন এবং সত্য ও ইনসাফ শুধু ইসলামের মধ্যেই নিহিত আছে।

খুতবার এ-পর্ব যেনো দুর্বল ঈমান নবায়ন-পর্ব। আর তা করলেন আল্লাহ্‌র রাসূল নিজেই। আছে কি কোনো মিল এর সাথে আমাদের বিবাহের দাওয়াতনামার? হাসি আনন্দের? ঢাক-ঢোল ও গান-বাজনার? আজকাল বিবাহ মানেই— হারাম রুসুম-রেওয়াজ! আকদ-পূর্ব অবৈধ দেখা-সাক্ষাত! অযৌক্তিক মোহরানা নির্দ্ধারণ। অনাদায়কে হালকাভাবে দেখা। তারপর বিবাহ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বেপরদার সয়লাব বইয়ে দেয়া। আরো কতো সব হারাম কাজে মানুষ লিপ্ত হয়। ঈমান নবায়নের এ-মুহূর্তে এ-সব বর্জনের শপথ নেয়ার মুসলমান কি আছে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আল্লাহ্‌র নবী আমাদের কথা শেষ করার পর খুতবার পরবর্তী অংশ শুরু করেছেন প্রতিপালকের কথা তথা কুরআনের আয়াত দিয়ে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ،

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো।'

বিয়ের খুতবার প্রথম আয়াতেই কী বলা হচ্ছে?

আল্লাহভীতির সাথে আনন্দের কী সম্পর্ক?

গভীর সম্পর্ক রয়েছে!

এখানে কুফর এবং শিরক থেকে আল্লাহকে ভয় করতে বলা হয় নি। কেননা, এখানে তাদেরকেই সম্বোধন করা হচ্ছে, যারা প্রবেশ করেছে ঈমানের আলোকিত ভুবনে। তাই উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহকে ভয় করতে শেখো কথায়-কাজে, আচার-আচরণে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে। আজ তোমরা জীবন-সম্পর্কের যে জগতে প্রবেশ করতে যাচ্ছো, সে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আল্লাহকে ভয় করো। আজ এ-পথের সূচনায় এবং মাঝখানে এবং শেষে তোমাদের পাথেয় কী, জানো? তাকওয়া ও আল্লাহভীতি! আগামী দিনের সকল হাসি-আনন্দ ও সাধ-আহলাদ এই আল্লাহভীতিতেই বাঙ্ময় হয়ে উঠতে পারে, অন্য কিছুতে নয়।

নতুন দুই মানব-মানবী।

আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বিরাট এক জীবন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে যাচ্ছে তারা। জীবন সংসারে তাদের কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই। সুতরাং এখানে আল্লাহ্‌র ভয় না-থাকলে পদে পদে স্খলন। ধাপে ধাপে বিপদ।

حَقَّ تُقَاتِهِ،

'যেমন ভয় করা উচিত।'

কোনো লোক দেখানো ভয় নয়। সত্যিকারের ভয়। রিয়ামুক্ত ভয়। ঈমান বাড়ানো ভয়। একের প্রতি অন্যের আন্তরিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ হওয়ার ভয়।

আজ তোমরা পা রাখতে যাচ্ছো পরীক্ষার হলে। এক কমজোর মানবী নিজের ইজ্জত-সম্ভ্রম ও জান-মাল অন্যের তত্ত্বাবধানে পেশ করছে এবং তার আনুগত্যের শপথ করছে। অন্যজন তাকে কথা দিচ্ছে— 'ভয় নেই! তুমি আমার জীবন-সঙ্গিনী। কাঁধে তুলে নিলাম তোমার দায়িত্বভার। প্রেম-ভালোবাসা ও সদাচরণই তোমার প্রাপ্য।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব এক কঠিন দায়িত্ব। যথাযথভাবে এ-দায়িত্ব পালন তখনই সম্ভব, যখন স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে থাকবে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি।

وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

'আর শোনো! প্রকৃত মুমিন না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।'

একদিকে ইসলামী অনুশাসনকে আঁকড়ে ধরে পৃথিবীতে তোমাদের কাটাতে হবে জীবন। অন্যদিকে জীবন-ভেলা পাড়ি দিয়ে যখন এসে হাজির হবে মৃত্যুর দোর-গোড়ায়, তখন যেনো ভুলে না যাও এই কালেমা ও বাণীর কথা। মরতে হবে তোমাদেরকে কামিল মু'মিন হয়েই। আর সারা জীবন সাধনা করে যেতে হবে কামিল মুমিন হওয়ার জন্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে, নিরলসভাবে।

দাম্পত্য-জীবন— সে এক বিচিত্র জীবন। স্বামী-স্ত্রীর সহাবস্থান বছরের তিনশ পয়ষট্টি দিনই। প্রতিদিনের চব্বিশ ঘন্টাই। এক অবিচ্ছিন্ন জীবন-সম্পর্ক—অটুট বন্ধন। ছোট-বড় কতো বিষয় তাদের সামনে আসে। মন কষাকষি কিংবা মনোমালিন্যের মুহূর্তও চলে আসে অজান্তেই। এ-সব থেকে একেবারে বেঁচে থাকা মোটেই সম্ভব নয়।

এই চির-সম্পর্কে প্রীতিকর মুহূর্তের ভিতর অপ্রীতিকর মুহূর্তও চলে আসে। আনন্দের ভিতর চলে আসে বেদনাও। হাসির ভিতর চলে আসে কান্নাও। মনে তখন একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনের ক্ষোভ সৃষ্টি হতেই পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে তখন যেনো আকলের উপর প্রবৃত্তির বিজয় না হয়। ধৈর্যের আলো যেনো ঢাকা না-পড়ে অধৈর্যের অন্ধকারে। এখানেই পরীক্ষা। আর এই প্রবৃত্তি অবদমনের মধ্যেই সাফল্য। এই সময়টাতেই নিজেকে সঁপে দিতে হবে আল্লাহ্‌র কাছে। বাচঁতে হবে পদস্খলন থেকে। পরাজয় থেকে। জীবন প্রভাতের যখন কিরণ ফোটে, তখনও মেনে চলতে হবে দীনের বিধান। আর যখন জীবনের পশ্চিম গগনে ফুটে ওঠবে জীবনাবসানের রক্তলাল আভা, তখনও মেনে চলতে হবে আল্লাহ্‌র আইন। স্থান-কাল-পাত্রের সাথে আল্লাহ্‌র আইনের কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো আপস নেই। কোনো ছাড় নেই। এ-আইন চিরকালের চিরন্তন আইন। এ-আইন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আইন। এ-আইন চিরন্তন জীবনের চির সাফল্য লাভের আইন। জান্নাতের দিকে নিয়ে-যাওয়া চির অনুসরণীয় আইন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ،

'হে মানব সম্প্রদায়! ভয় করো তোমাদের প্রতিপালককে।'

প্রথম আয়াতের মতো দ্বিতীয় আয়াতও আল্লাহভীতি দিয়েই সূচনা করা হয়েছে।

আমাদের আল্লাহ কাফের-মুশরিকদের দেবতা বা অবতারের মতো নন। তিনি মহান। তিনি প্রেমময়। মানুষের লালন-প্রতিপালনের দায়িত্ব তাঁরই।

الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ،

'যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন।'

কেমন প্রতিপালক তিনি?

তিনি মানুষকে এক সম্প্রদায়ভুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। এমন নয় যে, কাউকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর মুখ থেকে (যেমন কোনো কোনো মুশরিক সম্প্রদায়ের ধারণা) আর কাউকে তাঁর পা থেকে।

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا،

'এবং ঐ এক ব্যক্তি থেকেই সৃষ্টি করেছেন তাঁর জোড়া বা সঙ্গিনী।'

প্রথম মানবীর সৃষ্টি রহস্য কী ছিলো তা আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। আমরা শুধু এই বাস্তবতাটুকু উচ্চারণ করতে চাই যে, প্রথম মানব থেকেই প্রথম মানবীর সৃষ্টি। নারী জাতি কোনো অদ্ভূত বা অস্বাভাবিক সৃষ্টি নয়। নারী জাতি হীনতা ও নীচতারও কোনো প্রতীক নয়। নারী নিষ্প্রাণও নয়। যেমনটি বিশ্বাস করে কোনো কোনো মুশরিক পৌত্তলিক।

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء،

'আর তাদের দু'জন থেকে তিনি বিস্তার ঘটিয়েছেন অগণিত নারী-পুরুষ।'

এই এক জোড়া মানব-মানবী থেকেই সমস্ত মানব জাতির উদ্ভব। সংখ্যায় যারা অসংখ্য, অগণিত। কেয়ামত পর্যন্ত তাদের ঔরসজাত এই সন্তানরাই পৃথিবী আবাদ করে রাখবে। এই পবিত্র যোগসূত্র কখনোই বিচ্ছিন্ন হবে না। যেমনটি বিশ্বাস করে কোনো কোনো কাপালিক ফিরিঙ্গি গোষ্ঠী।

وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ،

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'আর আল্লাহকে ভয় করো যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাচঞ্চা করো এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন করো।'

বুনিয়াদি বিষয়গুলো বিধৃত হওয়ার পর আল্লাহ বান্দাদেরকে পারস্পরিক লেন-দেন সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তারা যেনো সততা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে লেন-দেন করে এবং অন্যের হক ও অধিকার আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে।

স্ত্রীর কাছে স্বামী আশা করে একটু সেবা, একটু সহযোগিতা। এই আশা পোষণ পুরুষের ইসলাম সম্মত অধিকার।

অপরদিকে জীবন-সাথী স্বামীর কাছে স্ত্রীরও কিছু দাবি থাকে। চাওয়া থাকে। স্ত্রীর ঐকান্তিক বাসনা— স্বামী যেনো তাকে বিপদ-আপদ ও সুখ-দুঃখে আগলে রাখে। কাঁধে তুলে নেয় তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব। সবকিছু।

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।'

আয়াতের সমাপনী অংশে বলা হচ্ছে, যিনি তোমাদের দিয়েছেন এই বিধান, তিনি কিন্তু সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী। তোমাদের সবকিছু তাঁর জানা।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ،

'হে ঈমানদারগণ! ভয় করো আল্লাহকে।'

বিয়ের খুতবার এই সর্বশেষ আয়াতেও সেই 'সর্তকবাণী' 'ভয় করো আল্লাহকে' দিয়েই শুরু হয়েছে। এখানেও আবার মনে করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, এই সম্পর্ক তখনই মধুময় হয়ে ওঠবে, যখন আল্লাহভীতি বিরাজ করবে— স্বামী-স্ত্রীর হৃদয়-মনে। কাজে-কর্মে। চিন্তা-চেতনায়। আচার-আচরণে। সবকিছুতে। প্রকাশ্যে-গোপনে। লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে। সব সময়। তখনও, স্বামী যখন দূর প্রবাসে—অনে-ক দূরে। তখনও স্বামী যখন এই আবাসে—খুব কাছে।

وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا،

'আর সত্য বলো।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অসাবধানতা বেশি প্রকাশ পায় মুখে। তাই মুখ যেনো সত্য ছাড়া অসত্য না-বলে, এ জন্যে কড়া নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এবং বিবাহের এই খুতবাতেই লাগামহীন ও বেসামাল মুখে লাগাম টেনে ধরা হচ্ছে। যাতে সামনে সমূহ বিপত্তি দেখা না-দেয়। কেননা, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক—

কোনো মামুলি সম্পর্ক নয়।

চব্বিশ ঘন্টাই তাদেরকে এক সঙ্গে থাকতে হয়।

তাদের কথা বলার সুযোগ মিনিটে মিনিটে। ক্ষণে ক্ষণে।

আলোচ্য বিষয় অসংখ্য অগণিত।

প্রেম-ভালোবাসা ও হাসি-আনন্দের এক স্বপ্নীল পৃথিবী—

তাদেরকে সারাক্ষণ হাতছানি দিয়ে ডাকে!

কখনো চলে শলা-পরামর্শ।

একান্ত মত-বিনিময়।

মাঝে মধ্যে আবার পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ-দুঃখ ও অভাব-অনুযোগও দেখা দেয়। হ্যাঁ, তখনই মুখ লাগামহীন হয়ে যেতে পারে। প্রবৃত্তি ও রিপুর উপর শক্ত কাবু ও নিয়ন্ত্রণ না-থাকলে ছাড়াছাড়ি ও তালাকের মহা সমস্যাও তখন বেধে যেতে পারে।

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ،

'তিনি তোমাদের আচরণ ঠিক করে দেবেন।'

হ্যাঁ, জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকলে— আমলী যিন্দেগী বা বাস্তব জীবন ঠিক করে দেবেন আল্লাহই। তখনই দাম্পত্য-জীবন হয়ে ওঠবে সুখী, সুন্দর, মধুময় ও স্বপ্নময়।

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ،

'তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।'

এতোকিছুর পরও ভুল হতে পারে। ভুল হবেই। তাই বলে নিরাশার কিছু নেই। কারণ, আল্লাহ তো ক্ষমাগুণেরও অধিকারী! তাঁর ক্ষমার কোনো সীমা নেই। তাঁর দয়ার কোনো কিনারা নেই।

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ করবে, সে মহা সাফল্য অর্জন করবে।'

হ্যাঁ, সেই মহা সাফল্যের পূর্ব শর্ত হলো— আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্য। এই আনুগত্যের একটি শ্রেষ্ঠ পরিমণ্ডল হলো— দাম্পত্য-জীবন। এখানে আনুগত্যকে আঁকড়ে ধরে মহা সাফল্য অর্জনের মুহূর্ত যতো বেশি আসে, অন্য কোথাও তেমনটি আসে না। তাই বলা যায়, দাম্পত্য জীবনকে যারা সাজাবে আনুগত্যের মালা দিয়ে, মহা সাফল্য তাদের ন্যায্য পাওনা। তাঁরাই আদর্শ-দম্পতি। তাঁরাই এ যুগের—

হাজেরা-ইবরাহীম।

খাদিজা-মুহাম্মদ।

ফাতেমা-আলী।

***

সুধীবৃন্দ!

দুনিয়ার সবচে' বড় আলেম ও শিক্ষক এবং সবচে' বড় খতীব ও বক্তার সুবিন্যস্ত খুতবা এতোক্ষণ আপনারা শুনলেন। এই খুতবা অনুমোদিত হয়ে এসেছে উর্ধ্বলোক থেকে—আসমানের আদালত থেকে। স্বর্গীয় দূত হযরত জিবরীল আমীন তা বয়ে এনেছেন রাসূলের নিকটে। আর ইসলামের যাঁরা কীর্তিপুরুষ, দীনের যাঁরা শাহযাদী, রাজা-রানী, তাঁদের নিয়ে মাহফিলে রাসূল নিজে পড়েছেন এই খুতবা। এই খুতবার গুরুত্বের জন্যে এতোটুকুই কি যথেষ্ট নয়? কিন্তু আমরা কী পেলাম এই খুতবায়? কবি-সাহিত্যিকদের শিল্পিত কথার লাবণ্য?

মন-কাড়া রচনাশৈলী?

তাদের কল্পজগতের রঙিন শব্দের তেলেসমাতি?

আচ্ছা, এইসব না-হয় নইবা পেলাম। কিন্তু বিয়ের এই খুতবায় বিয়ের ফযীলত সম্পর্কে তো স্পষ্ট ভাষায় কিছু থাকতে পারতো! স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি সম্পর্কেও তো এখানে কিছুই বলা হলো না?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দুলহা-দুলহানের উদ্দেশ্যে খায়র ও বরকত (মঙ্গল ও কল্যাণ) এবং প্রেম-ভালোবাসা-সিক্ত কোনো কথাও তো এখানে দেখছি না? তার পরিবর্তে আমরা শুধু দেখছি—

'সর্তক বাণী' ও 'ভয় প্রদর্শন'!

সামান্য কয়েকটি আয়াত, আর তাতে এক জায়গায় নয়— চার জায়গায় 'ভয় করো আল্লাহকে'-এর পুনরাবৃত্তি!

কিন্তু বিনীতভাবে আরজ করতে চাই,

অন্য কিছু নয়— এখন আল্লাহভীতিই সবচে' বেশি প্রয়োজন।

বিয়ের খুতবায় বিশদভাবে বিয়ের ফযীলত বলার কী অর্থ হতে পারে?

যাকে কেন্দ্র করে আজকের এই আয়োজন, তিনি তো নিজেই বিয়ের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের মাঝে এসে বসে আছেন? তাকে নতুন করে উদ্বুদ্ধ করার অবকাশ আর রইলো কোথায়?

এখন প্রয়োজন দাম্পত্য-জীবন পরিচালনার মূল দর্শনটা তাদেরকে বলে দেয়া।

সফরের জন্যে যে মুসাফির সব কিছু নিয়ে প্রস্তুত, তাকে সফরের ফযীলত বলার কোনো মানে হয়? বিপজ্জনক পথ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে সহজ ও নিরাপদ পথের সন্ধান বলে দেয়াই কি তখন সময়ের দাবি নয়? পারলে— যেখানে বা যে-দেশে গিয়ে কাটবে তার আগামী জীবন, সেখানকার একটি মানচিত্র তার হাতে তুলে দেয়াই অধিক সমীচীন।

বলার উদ্দেশ্য হলো, এই নববী খুতবাই হলো দাম্পত্য জীবনের মূল দর্শন। সামনে পথ চলার কর্মপন্থা ও নীতিমালা। সংবিধান। প্রতি মুহূর্তে অনুসরণীয় সংবিধান।

আর 'ভয় করো আল্লাহকে'— হলো তার মূলকথা। এর ভিতরেই নিহিত রয়েছে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান। সুতরাং যে হৃদয় আবাদ থাকবে আল্লাহ্‌র ভয়ে, সে হৃদয়ের কাছে সবকিছুই ধরা দেবে সহজ হয়ে। জীবন পথের বাঁকে-বাঁকে সে লাভ করবে আল্লাহ্‌র মদদ। প্রশ্ন হতে পারে, খুতবায় শুধু পুরুষকেই কেনো সম্বোধন করা হলো? মাতৃজাতি কি তাহলে এই হুকুমের বাইরে? না, নারীজাতিও এই হুকুমের মধ্যে শামিল। পুরুষ যেহেতু নারীর তুলনায় বেশি কঠোর ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শক্তিশালী, তাই সম্বোধনটা প্রধানত পুরুষকেই করা হয়েছে। এর প্রমাণ পাই আমরা বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণে।

দুনিয়ার সবচে' বড় সংস্কারক সেদিন পুরুষকে সম্বোধন করে বলেছিলেন :

فاتقوا الله في النساء،

'নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।'

সর্তক করা হয় মূলত তাকেই যার অসাবধান হওয়ার আশংকা থাকে।

মা আমার!

হয়ত ইতিপূর্বে তুমি অনেকবার শুনেছো ইসলামে সতী-সাধ্বী স্ত্রীর মর্যাদা ও অবস্থান কী?

আজ আবার শোনো!

আল্লাহ্‌র নবী বলেছেন—

لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.

'আমি যদি কোনো মানুষকে অন্য আরেকজন মানুষের সামনে সেজদাবনত হতে বলতাম, তাহলে স্ত্রীকেই বলতাম স্বামীর সামনে সেজদাবনত হতে।' -তিরমিযী

এই হাদীসের অন্তর্নিহিত অর্থ কী? ..

স্বামী-ভক্তি! ..স্বামী'র অনুসরণ-অনুকরণে নিজেকে বিলিয়ে দেয়া।

স্বামী'র ইচ্ছাই হবে তার ইচ্ছা।

স্বামী'র সন্তুষ্টিই হবে তার সন্তুষ্টি।

কারণ স্বামী'র সন্তুষ্টিই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। স্বামী'র সন্তুষ্টিই জান্নাত লাভের 'গ্যারান্টি'—

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا رَاضٍ عَنْهَا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ.

'যে নারী জীবনের মঞ্জিলগুলো পেরিয়ে পেরিয়ে আখেরী মঞ্জিলে এসে ইহলোক ত্যাগ করবে নিজের স্বামীকে প্রীত ও সন্তুষ্ট করে— তার ঠিকানা জান্নাত।' –মিশকাত/তিরমিযী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যে নারী শরীয়তের বিধানকে তোয়াক্কা না-করে পুরষের সাথে পাল্লা দিয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে মরিয়া হয়ে উঠবে, যে নারী কর্মক্ষেত্রেও বসতে চাইবে এক অজানা-অচেনা-বেগানা পুরুষের পাশে, তাকে কি বলা যাবে আদর্শ নারী? আদর্শ স্ত্রী? আদর্শ মা? এইসব সার্টিফিকেট নিয়ে ছেলেরাই কি আজ চাকরি খুঁজে খুঁজে ব্যর্থ হচ্ছে না? তাহলে মেয়েরা কেনো ঘর-সংসার ছেড়ে সেই ব্যর্থতার কাতারে গিয়ে যোগ দেবে?

তর্কের খাতিরে না-হয় মেনেই নিলাম, মেয়েরা নির্ঝঞ্ঝাটেই চাকরি পাচ্ছে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে গিয়ে বেগানা পুরুষের পাশে বসলেই তাকে ঘিরে ধরবে না কি— একঝাঁক লুলোপ দৃষ্টি? কামাতুর চোখ? শরীয়তের বিধান— 'পর্দা' কি রক্ষা করা তখন সম্ভব? অসম্ভব!

সামান্য চাকরির জন্যে আল্লাহ্‌র বিধান অমান্য করা যায় না! আল্লাহ যেখানে নিজেই মানুষকে রিযিকের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেখানে রিযিক তালাশ করতে গিয়ে রিযিকদাতা আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করা, কী চরম ধৃষ্টতা!! স্রষ্টার বিধানকে পাশ কাটিয়ে সৃষ্টি লাভ করবে সাফল্য— এও কি কখনো সম্ভব? অসম্ভব!!

তা ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর দু'জনই যদি এক সাথে চাকরিস্থলে পাড়ি জমায়, তাহলে কে সামলাবে আদরের—গরবের শিশু সন্তানকে? কোথায় পাবে প্রিয় শিশুটি ফুল-ফুল স্নিগ্ধতায় ধুওয়া অমৃত মাতৃমমতা? শীত-সকালের শিউলি-ঝরার মতো রাশি-রাশি সোহাগমাখা চুমু? মায়ের হাসিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে ও-ইবা কেমন করে হেসে ওঠবে— পুষ্পের হাসি?

সুতরাং নারীকে বাইরে নয়— ভিতরেই খুঁজতে হবে সুখ-শান্তি ও সফলতা। নীড়ে বসেই তৈরী করতে হবে সুখনীড়। স্বামী-গৃহই তার শুরু ও শেষ। এখানেই লুকিয়ে আছে তার সব সাফল্যের রহস্য। নবী-পত্নীদের চেয়ে কে আর শ্রেষ্ঠ? আল্লাহ তো তাঁদেরকেই গৃহে অবস্থানের কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন! তাঁরাই তো দীনের রানী! সেই রানীদের পথ না-ধরে কোন্ পথে চলতে চায় উম্মতের নারীরা? সে-পথে কি— যে পথ চিত্র অভিনেত্রীদের? লাস্যময়ী নর্তকীদের? অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা যাদের পণ্য? পর্দা যাদের চোখের বালি? কে বলবে শুনি— ওরা আদর্শ প্রজন্মের আদর্শ মা? আদর্শ দম্পতির আদর্শ সদস্য? ওরা কি পড়বে তাঁদের কাতারে, যাঁরা স্বামীর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চোখের ইশারায় বিসর্জন দিতে পারে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাওয়া-পাওয়া? আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় যারা স্বামীর সন্তুষ্টি লাভ করতে— অপমানের ভিতরেই খুঁজে ফিরে সম্মান? কাঁটার বিছানাকেই মনে করে ফুলশয্যা?

***

মা আমার !

একটু পরই এক নববধূ বনতে যাচ্ছো তুমি।

আজ উন্মোচিত হবে তোমার জীবনের এক নতুন দিগন্ত।

এ পর্যন্ত তুমি বিভোর ছিলে ঝরনাধারার সাবলীল স্রোতের মতো খেলাধুলা, হাসি-আনন্দ ও আবেগ-উচ্ছ্বাসের এক দুশ্চিন্তাহীন প্রাণোচ্ছল জীবনে! কিন্তু আগামীকাল থেকেই তোমার আগের দুনিয়া বদলে যাবে। আরেক দুনিয়া সামনে আসবে। এই দুনিয়ায় আর সেই দুনিয়ায় অনে-ক ফারাক। তোমার জীবনের অবাধ স্বাধীনতা আর থাকবে না। স্ত্রী হিসাবে— আগামী প্রজন্মের 'মা' হিসাবে আসবে নতুন পাবন্দি । নতুন নির্দেশনামা। এই গতকাল পর্যন্তও জীবন ছিলো তোমার একান্ত আপন ভুবন। কিন্তু এখন থেকে তা চলে যাবে আরেকজনের ওয়াক্‌ফে।

এখনও তুমি খাবে, পরবে, ঘুমাবে, জাগবে।

কিন্তু ঠিক আগের মতো নয়।

আরেকজনকে কেন্দ্র করে।

আল্লাহ্‌র কী মহিমা! আজ পর্যন্ত যে মেয়েটি বাবা-মা'র স্নেহ-মমতা ও আদর-সোহাগে প্রতিপালিত হচ্ছিলো, মা-বাবার কোল ছেড়ে কাল থেকেই সে নিজেকে ওয়াক্‌ফ করে দেবে আরেকজনের সেবায়!

মা আমার!

শিল্প-সাহিত্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতির লীলাভূমি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেও এইখানে বসে—পিত্রালয়ের পাঠশালে যে-শিক্ষাই তুমি পেয়েছো, তা কিন্তু ছিলো এই দিনটির জন্যেই। সুতরাং আজ তোমাকে মিটিয়ে দিতে হবে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আত্ম-কেন্দ্রিকতা ও আমিত্ববোধ। স্বভাব-প্রকৃতির মুখেও পরাতে হবে সংযম-লাগাম। এই মঞ্জিল পেরোনো নিঃসন্দেহে শক্ত এবং এই দায়িত্ব পালনও নিশ্চিতভাবেই দুরূহ।

কিন্তু মা আমার!

বিনিময়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে কী পুরস্কার— তা কি জানো? আবার শোনো—

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا رَاضٍ عَنْهَا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ.

'যে নারী জীবনের মঞ্জিলগুলো পেরিয়ে পেরিয়ে আখেরী মঞ্জিলে এসে ইহলোক ত্যাগ করবে নিজের স্বামীকে প্রীত ও সন্তুষ্ট করে— তার ঠিকানা জান্নাত।' –মিশকাত/তিরমিযী

***

হে মুসলিম নারী!

দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট ও শোক-ব্যথা— সে আর ক'দিনের! এই আছে, এই নেই। যেনো সকাল বেলার শিশিরকণা, কয়েক পলকেই 'উধাও-মেলা'। কিংবা বিকেল-রোদের মিষ্টি আভা, দেখতে দেখতেই মিলিয়ে যাওয়া।

মেয়ে আমার!

ভুলে যেয়ো না— এই পৃথিবীর চরম থেকে চরমতর কোনো দুঃখ-কষ্টও একদিন-না-একদিন সুখ-শান্তি ও মুক্তির বার্তা বয়ে আনে। তাই বলছি; আখেরাতের নাজাতের স্বপ্ন বুকে লালন করে করে সামনে এগিয়ে যাও। দেখবে কিছুই কিছু না। যে পথ কণ্টকাকীর্ণ—কাঁটায়-কাটায়-ঘেরা, তা-ই হয়ে যাবে কুসুমাস্তীর্ণ—ফুলে-ফুলে-ছাওয়া। যে পথ পাথর-ঢাকা, সে পথই হয়ে যাবে লাল-গালিচা।

* * *

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মাতৃজাতি— আল্লাহ্‌র এক বিশেষ আমানত।

বিবাহপূর্ব জীবনে এই আমানতের লালন-প্রতিপালনের যথার্থ হক সত্যিই কি বিন্দু পরিমাণ আদায় হয়েছে? .. হয় নি! অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে! তবে দুনিয়াতে যিনি ঢেকে রেখেছেন মা-বাবার এই ত্রুটি-বিচ্যুতি, নিশ্চয়ই পরকালেও ঢেকে রাখবেন তিনি। দুনিয়ার 'সাত্তার' (যিনি অপরাধ ও গোনাহ ঢেকে রাখেন) কি আখেরাতের 'গাফফার' (গোনাহ মাফকারী) হবেন না?

আজ এই আমানত আল্লাহ্‌র হুকুমেই মা-বাবার কোল ছেড়ে অন্যের দায়িত্বে অর্পিত হচ্ছে। তাই বাপ হিসাবে ভুল-ত্রুটির জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাওয়ার এখনই সময়।

এক পিতা হিসাবেই যেখানে এই অপারগতা, সেখানে আমানতের এই নতুন বাহক কতোটুকুই বা কী করতে পারবে? তবু তোমাকে দু'আ করছি, নিজের ভুল-ত্রুটির লাজ-বিনম্র স্বীকারোক্তিসহ ঃ

হে জালিম বাপের মজলুম বেটি!

আল্লাহ তোমার ভাগ্য খুলে দিন! সুপ্রসন্ন করুন!!

যার সাথে কাটাতে হবে তোমাকে আগামী জীবন, আল্লাহ যেনো তোমাকে তার হৃদয়-রাজ্যের রানী করে রাখেন! জান্নাতনেত্রী হযরত ফাতেমার আনুগত্য হোক তোমার জীবনের স্বপ্ন-সাধ! হযরত আয়েশা'র আনুগত্যও হোক তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ চাওয়া! সেই মহিয়সী আয়েশা, হাজারো নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীদের উপস্থিতিতেও রাসূল যাঁর উরুদেশে মাথা স্থাপন করে দুনিয়া থেকে নিয়েছিলেন চির বিদায়!

আর হে পরওয়ারদিগার!

যখন জীবন-ভেলা পাড়ি দিয়ে তোমার সামনে গিয়ে হাজির হবে তোমার এই বাঁদী, তখন দয়া করে তুমি হযরত খাদিজা'র পাশে তাকে একটু জায়গা করে দিয়ো! সেই মহিয়সী খাদিজা, যাঁর মৃত্যুতে শোক পালন করেছেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

***

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ছোট্ট বেলায় বিয়ের আলোচনা কানে এলেই মনে হতো—

খুব মজা হবে!

খাওয়া-দাওয়ার ভীষণ একটা হিড়িক পড়বে!
নতুন-নতুন জামা আসবে!
নতুন-নতুন মুখের সামনে খু-উ-ব ঘুরে বেড়ানো যাবে!
পড়া-লেখার হাত থেকেও কিছুদিনের ছুটি পাওয়া যাবে!
কয়েক দিন চলবে খেলাধুলা, দৌড়-ঝাঁপ ও আনন্দ-উল্লাস!
বড়দের চোখ-রাঙানিও আপাতত বিদায়!

ছোট্ট বেলার সেই স্বপ্ন মনে গাঁথা ছিলো যৌবন পর্যন্ত। তবে কিছুটা ভিন্নরূপে। কিন্তু বিয়ের রহস্য ও বাস্তবতা তখনও অনাবিস্কৃতই ছিলো। কিন্তু নিজের বিয়ের কথা যখন মনে এলো, তখনও তা কিছু আনন্দ-উল্লাস আর মনো-সরোবরে সাঁতরে বেড়ানো কিছু ভাসমান কল্পনার ভিতরেই সীমিবদ্ধ ছিলো। মনে হতো—

বরযাত্রীর জাঁকজমকপূর্ণ আগমনে,
বিয়ের আসরের আনন্দঘন কোলাহলে,
বর-কনের অশ্রু সজল বিদায় চিত্রের মধ্যে—

হাসি-আনন্দের এক ঝাঁক শ্বেত পায়রা যেনো আমার কল্পনার নীলাকাশে উড়ে বেড়াতো— মুক্ত স্বাধীনতায়।

এর বাইরে দাম্পত্য জীবনকে ভাবতেই পারতাম না আমি।
কিন্তু কই!

কোথায় হারিয়ে গেলো সোনালি সেই দিনগুলো?
কোথায় তলিয়ে গেলো আমার যাদুমাখা সোনালি-রুপালি সেই স্বপ্নরা?

রূঢ় বাস্তবতার সূর্য যখন উদিত হলো, তখন ভোরের শিশিরকণার মতোই স-বই নেই হয়ে গেলো! সেদিন এ-সহজ ব্যাপারটাও বুঝতে পারি নি যে, এই 'আজ'-এর পর আসছে আরো অনেক নরম-গরম 'কাল'! আর এই 'রাত'-এর পর আসছে এমন হাজারো 'সকাল' যা একদিকে রঙিন ও চিত্তাকর্ষক, অন্যদিকে দুঃখ ও বেদনাঘেরা!

এভাবে ধীরে ধীরে সরে গেলো চোখের সামনে থেকে কল্পনার স্বপ্নীল জগত। বুঝতে পারলাম, এই পৃথিবী শুধু স্বপ্ন-উল্লাসের জায়গা নয়— তিক্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ও রূঢ় বাস্তবতাও এখানে মানুষের নিত্য সাথী। এই পৃথিবী শুধু কবি-সাহিত্যিক ও কল্পনা-প্রেমীদের রঙিন স্বপ্নের জাল বুনা নয়— এর একটি 'অপ্রিয়' বাস্তব চেহারাও আছে।

এখানে আছে জীবিকা নির্বাহের কঠিন প্রশ্ন।
এখানে আছে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যত-নির্মাণ-প্রশ্ন।
এখানে আছে হতাশা ও অপারগতা।
এখানে আছে দুঃখ-কষ্ট ও শোক-যাতনা।
এখানে আছে মন বিষিয়ে-দেয়া ব্যর্থতার গ্লানি।
এখানে যেমন আছে সুন্দর মায়াবী চোখের দরদভরা কোমল চাহনি,
তেমনি আছে আশাহত মানুষের অব্যক্ত বেদনার করুণ চাহনি।

কান্না-হাসি আর দুঃখ-বেদনার এ-সব মঞ্জিল এখানে সবাইকেই পেরিয়ে যেতে হয়— ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়। মর্দে মুমিন সে-ই, এ-সবের ভিতরেও যে টলে না। নিজের দায়িত্ব বিস্মৃত হয় না। যার মন থেকে মুহূর্তের তরেও হারিয়ে যায় না— হিসাব-দিবসের কথা। এই মাটির ধরায় বসেই যে নিত্য নির্মাণ করে চলে সে-ই জান্নাতের সুউচ্চ ইমারত ও বালাখানা!

বন্ধুরা আমার !

বিবাহের খুতবায় 'ভয় করো আল্লাহকে'-এর পুনরাবৃত্তির রহস্য কিন্তু এখানেই!

মনে করুন, একদিন বিশেষ কোনো উপলক্ষে স্বামী খুব ঘটা করে মেহমানদারির আয়োজন করলেন। একটু পরই মেহমান হিসাবে জমা হয়ে গেলেন স্বামীর অন্তরঙ্গ অনেক প্রিয় প্রিয় মুখ। ঠিক ঐ মুহূর্তে ঘটে গেলো সব কিছু মাটি করে-দেয়ার মতো একটি ঘটনা। স্ত্রীর সামান্য অসতর্কতার কারণে সম্পূর্ণ খাবারই নষ্ট হয়ে গেলো। মুখে তোলার অনুপযুক্ত হয়ে গেলো। ভাবুন তো একটু! স্বামীর মনের অবস্থা তখন কেমন হতে পারে? স্ত্রীর উপর কি ভীষণ ক্ষুব্ধ হবেন না তিনি? হ্যাঁ, হলে হতেই পারেন! কিন্তু তখনই কুরআনী নির্দেশ 'ভয় করো আল্লাহকে'-এর উপর আমল করার সময়! তখনই স্ত্রীকে হাসিমুখে ক্ষমা করে দিয়ে আল্লাহ্‌র পুণ্য বান্দাদের কাতারে শামিল হওয়ার শ্রেষ্ঠ সময়!

অথবা মনে করুন, স্বামী-স্ত্রীতে কথা হচ্ছিলো আনন্দোচ্ছল পরিবেশে। অন্তরঙ্গ মুহূর্তে। হঠাৎ স্ত্রীর মুখের কোনো বেসামাল কথা সরাসরি গিয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আঘাত করলো স্বামীর মনে। ক্ষমতা স্বামী'র। শাসনের বাগডোরও তার হাতেই। শাস্তি দিলে দিতেই পারেন স্ত্রীকে। কিন্তু না, তখনই কুরআনী নির্দেশ 'ভয় করো আল্লাহকে'-এর উপর আমল করতে হবে!

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এই পৃথিবীতে সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনা কিংবা মর্মমূলে আঘাতকারী কোনো ঘটনা (Tragedy) যে কারণেই ঘটুক, তার মূল কারণ আসলে কী? নিঃসন্দেহে অন্যতম কারণ হলো— পারস্পরিক পরিচিতি ও আদান-প্রদান। কেননা, কারো সাথে যদি আদৌ কোনো পরিচয়ই না থাকে, তাহলে তার সাথে বিবাদ-বিসংবাদে জড়িয়ে পড়ে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার ন্যুনতম সম্ভাবনাও নেই।

এই পৃথিবীতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মতো এতো গাঢ়, এতো উষ্ণ ও সার্বক্ষণিক সম্পর্ক— দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে কি?

অতল গভীরতায় এই সম্পর্ক ব্যতিক্রমী ও মধুময়।

নজীরবিহীন ও ছন্দময়।
হৃদ্যতাপূর্ণ ও প্রেমময়।
স্বামী জানেন স্ত্রীর অজানা কথা।
স্ত্রীও জানেন স্বামী'র রহস্যগাথা।

স্বীকার করি স্বামী ভীষণ ভালো, উন্নত চরিত্রের অধিকারী।

স্ত্রীও ভালো, স্বামীর একান্ত অনুগত।

কিন্তু তাই বলে কি দু'জনের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহের কোনোই অবকাশ নেই?

এটা ছিলো, আছে এবং চিরকাল থাকবে।

তবে আগেই যেমনটা বলেছি ক্ষমতা যেহেতু স্বামী'র হাতে, তাই তা প্রয়োগের প্রবণতা তার মধ্যেই বেশী পরিলক্ষিত হয়। তাই এ-অবস্থায় স্বামী ক্রুদ্ধ হয়ে নাযুক স্বভাবের এবং লাজুক অনুভূতির স্ত্রীকে যদি শাস্তি দেন, তাহলে দিতেই পারেন। কেউ ফিরাতে পারবে না। একমাত্র আল্লাহভীতি ছাড়া। কেননা, স্বামী'র তো অপদস্থ হওয়ারও আশংকা নেই এবং প্রতিবেশীরও কোনো ভয় নেই!

হ্যাঁ, বিবাহের খুতবায় কুরআনী নির্দেশ 'ভয় করো আল্লাহকে'-এর পুনরাবৃত্তির এটাই রহস্য। এটাই কারণ। এটাই দর্শন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আজকের মাহফিলের নতুন বরকে বলছি।

আজ তুমি প্রবেশ করছো বাস্তব দুনিয়াতে সবচে' বড় পরীক্ষার হলে। মোটেই ভাববে না যে, বিয়ের পর তোমার খিদমতের জন্যে চমৎকার এক বাঁদী মিলে গেলো। এ-ধারণা অন্য যে কোনো ধর্মের হতে পারে, ইসলামের অবশ্যই না। ইসলামের সাথে এর দূরতম সম্পর্কও নেই। বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর শুধু অর্থহীন হাসি-আনন্দ ও উদ্দেশ্যহীন আমোদ-প্রমোদে মেতে থাকলে চলবে না। বরং সুস্থ মস্তিস্কে, বিনয়-কাতর হৃদয়ে আল্লাহকে ডাকতে হবে। অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্যে তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। এখন একজনের প্রতি আরেকজনের দায়িত্ব অনেক।

'পরীক্ষার হলকে আনন্দ-ফূর্তির মজলিস মনে করে বসবে না।'

এ পর্যন্ত শুধু নিজের খাবার নিয়ে ভাবলেই চলতো। এখন আরেকজনের কথাও ভাবতে হবে।

হাদীসের ভাষায়—

أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ،

'স্বামী যখন খাবে তাকেও (স্ত্রীকে) খাওয়াবে।'

এ পর্যন্ত শুধু নিজের পরার পালা ছিলো। এখন অন্যকেও পরাতে হবে।

হাদীসের ভাষায়—

وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلاَ يَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلاَ يُقَبِّحْ،

'স্বামী যখন পরবে, তাকেও পরাবে। চেহারায় প্রহার করবে না। দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে না।'

বলা হয় নি যে মিথ্যা দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে না। তাই দোষ-ত্রুটি থাকলেও তা শোধরানোর চেষ্টা করতে হবে নম্রতা ও হৃদ্যতা দিয়ে, ভালোবাসা ও অনুরাগ দিয়ে।

স্ত্রীকে তুমি যা খাওয়াবে এবং পরাবে, মোটেই তা দান-খয়রাত বা সদকা নয়। ফকিরের ঝুলিতে এক টুকরো রুটি ঢুকিয়ে দেয়া নয়। এটা স্ত্রীর অধিকার, স্বামী'র দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে সব সময় স্বামীকে সতর্ক থাকতে হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আল্লাহ্‌র নবীর ভাষায়—

عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

'মনে রাখবে, স্ত্রীদের খাওয়া-পরার প্রতি সুদৃষ্টি রাখা তোমাদের জন্যে জরুরী।' -ইবনে মাজা

যে রাসূল আমাদের জন্যে এ-শিক্ষা বয়ে এনেছেন, তিনিই আবার মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন মাপকাঠিও। বলেছেন—

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ.

'মুমিনদের ভিতর পরিপূর্ণ ঈমানদার তাঁরাই, স্বভাব-চরিত্র ও আচার-আচরণ যাঁদের উত্তম এবং স্ত্রীদের চোখে যারা শ্রেষ্ঠ তারাই আসলে শ্রেষ্ঠ।' -তিরিমিযী

এটা হযরত আবু হোরায়রা রা.-এর রিওয়ায়াত। হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে—

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وأنا خَيْرُكُم لأَهْلِي.

'তোমাদের ভিতর সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যে তার স্ত্রীর কাছে সর্বোত্তম।' -তিরমিযী

'উত্তম' এবং 'ভালো' হওয়ার মাপকাঠি এই নয় যে, বাইরের মানুষের কাছে কে কেমন। পরিচিতজন ও বন্ধু-মহলে কে কতোটা গ্রহণযোগ্য ও নন্দিত। বরং জীবন-সঙ্গিনীর কাছে যে যতো ভালো সেই আসলে ততো ভালো।

স্বামীর ভিতরটি কেমন?

তা তো সত্যি করে বলতে পারে— সেই ভিতরের মানুষটিই!

নবীজী শুধু বিধান দিয়েই যান নি, নিজের বাস্তব জীবনের বাঁকে-বাঁকে তার সার্থক ও বাস্তব রূপও আমাদের সামনে রেখে গেছেন। স্ত্রীদের প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল ছিলেন সদয়-বিনম্র-দায়িত্বশীল। অথচ বর্তমানে মানুষ এমন আচরণ করে—

স্ত্রীরা যেন দাসী-বাঁদী!

কী অসুন্দর এই আচরণ!

কী অরুচিকর এই রুচি!

কী অসুস্থ এই মানসিকতা!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মজার ব্যাপার হলো, পৃথিবীতে নাকি এমন ধর্মও আছে, যা নারীকে অগ্রগতির বাধা মনে করে। আর স্ত্রীকে মনে করে এক অপবিত্র বস্তু। অথচ বিশ্বনবীর ভাষায় নারী জাতির পরিচয় হলো—

وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

'দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম জিনিস হলো সতী নারী।' –মিশকাত

***

এই আমানত অন্যের হাতে তুলে দেয়ার সময় এখন সন্নিকট! হায়! কতো দ্রুত ফুরিয়ে যায় সময়! এই কিছুদিন আগেও যাকে আঙ্গুল ধরে-ধরে হাঁটা শেখানো হতো, সে-ই আজ দাম্পত্য জীবনের বিশাল দায়িত্বভার গ্রহণের জন্যে আমাদের কাঁদিয়ে চলে যাচ্ছে! হে নতুন দায়িত্বের নতুন অংশীদাররা!

তোমরা সুখী হও। দু'আ করি।

হে আল্লাহ!

আজ তোমার এক অক্ষম বান্দা এবং আরেক অক্ষম বান্দীর উপর তোমারই হুকুম ও দিক-নিদের্শনা মুতাবিক তোমারই কানুনের ভিত্তিতে, তোমারই সন্তুষ্টি লাভের ঐকান্তিক বাসনায় সেই দায়িত্বভার অর্পণ করা হচ্ছে যা আগে তোমার অগণিত নেক বান্দা-বান্দীর উপর অসংখ্যবার অর্পণ করা হয়েছে।

হে রাহমানুর রাহীম!

তোমার সেই পুণ্যাত্মাগণের বরকতে আজকের দুই নতুন মুসাফিরকেও কামিয়াব করো। পরীক্ষা ও বিপদ-আপদে ওদের রেখো অটল-অবিচল। ওদের হৃদয়-মনকে মুক্ত করে দাও সর্বপ্রকার অপবিত্রতা ও অসুন্দর থেকে। সুন্দর করে সাজিয়ে দাও ওদের ইহ-জীবন এবং পরজীবন। উভয়কেই তোমার মর্জি মুতাবিক পরিচালিত করো। ওদের ভাগ্য হোক সে পথে চলার, যে পথে চলেছেন হযরত ইবরাহীম খলীল এবং বিবি হাজেরা আ.। যে পথে চলেছেন প্রিয় নবীজী এবং হযরত খাদিজা ও আয়েশা রা.।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হে আল্লাহ !
এদেরকে তুমিই বাঁচিয়ে রেখো পৃথিবীর গ্লানি ও আবিলতা থেকে।

এদের জীবনে যদি আসে তপ্ত লু-হাওয়া, তুমি তা বদলে দিয়ো স্নিগ্ধ কোমল সমীরণে।

নমরূদের আগুনের ভিতরেই এদের জন্যে সৃষ্টি করে দিয়ো ইবরাহীমী ফুল-বাগান।

তোমার দীনের উপর আমল করাই হোক এদের জীবনের সবচে' বড় ব্রত। তোমার দীনের ভালোবাসায় আবাদ করে দাও এদের বিরান হৃদয়। এদের জীবন-যৌবন-বার্ধক্য উৎসর্গীত হোক তোমার পথে।

এদের পারস্পরিক ভালোবাসা অটুট থাকুক সারা জীবন।
তখনও, যখন এদের চেহারায় পরিলক্ষিত হবে বার্ধক্যের ছাপ।

হে মালিক!

সেই সময়, যখন তোমার নবীর ইরশাদ অনুযায়ী কুফর ও নেফাকের জয়জয়কার চলবে। যখন সকাল বেলার মু'মিন সন্ধ্যা বেলায় হয়ে যাবে কাফের। যখন প্রকাশ্যে তোমার দীনকে নিয়ে, তোমার কিতাবকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টার ঝড় বইয়ে দেয়া হবে, যখন ইসলামের বিরুদ্ধে চারদিকে ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো হবে, যখন মুহাম্মদী ফওজের ভিতরে জন্ম নেবে গাদ্দার, তখনও যেনো এরা বিভ্রান্ত না হয়।

রুমের ঐতিহ্যবাহী নগরী 'পম্পেই' (Pompey) যখন আল্লাহ্‌র গজবের রোষে পড়ে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিলো এবং জান বাঁচানোর জন্যে যখন সবাই পাগলের মতো ছুটোছুটি করছিলো, তখনও, সেই ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়েও এক পাহারাদার সৈনিক তার দায়িত্ব পালন করছিলো মৃত্যুর কোলে ঢলে না-পড়া পর্যন্ত। আজও সেই সিপাহীর 'মমি' (Mommy) সংরক্ষিত রয়েছে আর্ট গ্যালারিতে এবং তার নীচে লেখা আছে—

'Faithful Unto death'—শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ওফাদার।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হে আল্লাহ!

যারা হবে তোমার এই কুরআনী ঘোষণা- 'তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।' -এর সার্থক প্রতিবিম্ব, তাদের নামের পাশে আমাদের নামটাও যুক্ত করে দিয়ো। পৃথিবী গাদ্দার হয়ে গেলেও এরা যেনো থাকে আমরণ ওফাদার ও বিশ্বাসী। এই নব-দম্পতি যখন তোমার অপরিসীম করুণা ও অনুগ্রহের ছায়ায় বাস করে জীবনের নব-নব মঞ্জিলগুলো অতিক্রম করে একদিন তোমার সকাশে গিয়ে হাজির হবে, তখনও তুমি তাদেরকে লজ্জিত করো না তোমার সামনে। তোমার রাসূলের সামনে।

হে আসমান জমিনের মালিক!

এরা হোক জান্নাতের আর জান্নাত হোক এদের এবং আমাদের সবার। আমীন!

সমাপ্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মাকতাবাতুল আযহার

প্রকাশিত লেখকের আরো কিছু বই

- সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী

  এমন ছিলেন তিনি

  মূল : ড. ইউসুফ কারজাভী

  অনুবাদ : ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

- রাসূলকে নিবেদিত ভালোবাসার পংক্তিমালা ঃ

  তোমার স্মরণে হে রাসূল!

  মূল : মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী

  অনুবাদ : ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনুবাদক

নাম : ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী
পিতা : ইউসুফ বিন হাতিম রহ.

শিক্ষা

- হিফযুল কুরআন : মাদরাসায়ে নূরিয়া আশরাফাবাদ, ঢাকা
- এসো আরবী শিখি থেকে জালালাইন : মাদরাসায়ে নূরিয়া, আশরাফাবাদ, ঢাকা
- মিশকাত : জামেআ কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ, ঢাকা
- দাওরায়ে হাদীস : দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা, লখনৌ, ভারত

শিক্ষক

মাদরাসাতুল কাউসার আল-ইসলামিয়া, শ্যামলী, ঢাকা

সম্পাদক

মাসিক কিশোরস্বপ্ন

প্রকাশিত গ্রন্থ

- আলোর দিগন্তে হযরত উমর রা. [অনুবাদ]
- আল কালিমাত [অনুবাদ]
- শিশু-কিশোর সীরাত সিরিজ ১-১০
- তুমি সেই রানী [অনুবাদ]
- গল্পে আঁকা ইতিহাস ১-৭ [অনুবাদ]
- রমজান আমার ভালোবাসা
- আবু গারিবের বন্দি [অনুবাদ]
- জীবন গড়ার গল্প ১-৩
- তোমার স্মরণে হে রাসূল [অনুবাদ]
- তুমি সেই রাজা .. তুমি সেই রানী [অনুবাদ]
- গল্পে আঁকা সীরাত

প্রকাশের অপেক্ষায়

- আশারায়ে মুবাশশারা ১-১০
- কারবালার শেষ বীর
- শিশু কিশোর সিরিজ
  ফিলিস্তিনের পাথরশিশু ১-১০
- মহিয়সী খাদিজা রা.
- নবীজীর ঘরোয়া জীবন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রাজা ও রানীর কথা। দাম্পত্য রাজত্বের। অপূর্ব ভাষায়। অনুপম ভঙ্গিতে। উম্মাহাতুল মুমিনীনের উপমা। সাহাবিয়াদের নজির। আর আপন কন্যাদের প্রতি খেতাব। আবেগ আর দায়িত্ব। জীবন আর সমর্পণ। চোখের পানির ভাষায় বলা। সেই ভাষায় লেখা আর সে ভাষাতেই অনুবাদ। দাম্পত্যশিল্পের জন্যে চমৎকার এক উপহার।

আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী। গত শতাব্দীর উর্দূ ইলম ও সাহিত্যের এক বিশেষ শৈলী-অধিকারী মনীষী। তাঁর চিন্তার বিন্যাস অসাধারণ। তাঁর বলা লেখার ধরন অনুপম। শব্দের পর শব্দের বিন্যাস অন্যরকম। সেই চিন্তা কথা ও ভাষাকে পুরোপুরি ধারণ করা একটি অনুবাদ। হৃদয়ছোঁয়া। শিল্পিত ও পরিমিত। মধুর জীবনের মধুর বই। বাক্যের পর বাক্য এগিয়ে যাওয়ায় চিন্তা ও অনুভূতির ছন্দ।

পাঠক!

গদ্যশিল্পী বন্ধুবর ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভীর অনুবাদশিল্পের অপূর্ব এক তোহফা।

আসুন! হাতে নিয়ে দেখি।

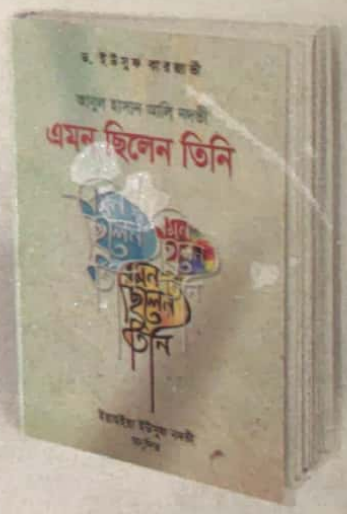

–শরীফ মুহাম্মদ
নির্বাহী সম্পাদক
মাসিক *আল-কাউসার*

maktabatulazhar@yahoo.com

MAKTABATUL AZHAR
মাকতাবাতুল আযহার

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২
9881532, 01924076365

বাংলাবাজার শাখা
১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা : 01715023118

যাত্রাবাড়ি শাখা
৩৪, ৩৫, ৩৬ কিতাব মার্কেট, জামেয়া মাদানিয়া
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। 01971023118

cover : kazi jubair mahmud . 01830 338105

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com